এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে জোটের প্রস্তাব, মমতার ‘সমঝোতা’ মানল না কংগ্রেস

৫৬ মাসে প্রতিশ্রুতি পূরণের বার্তা, হলদিয়ায় একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.09.2026, Vol. 20 Issue No. 97, 8 Pages, Price 3.00

ফুটেজ সংরক্ষণ

■ বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অন্যতম অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিতর্কিত ওই এনকাউন্টার সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণ করে রাখতে মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি, গোটা ঘটনার সিআইডি তদন্ত যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও জারি করেছে আদালত। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই তদন্তপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্টেটাস রিপোর্ট

■ আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে নিজেদের ১৩ নম্বর স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সিবিআইয়ের নতুন তদন্তকারী দল আদালতে জানিয়েছে, সমস্ত ফরেনসিক ও মেডিক্যাল রিপোর্ট, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সংশ্লিষ্ট নথি নতুন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এমনকি, যে শ্মশানে নির্যাতিতাকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্যরা। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২০ নভেম্বর।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

‘উন্নয়নে ভেদভাব করি না’, সংখ্যালঘু-বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে সেখানকার সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানী রথের মনোনয়ন পেশের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের কতটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব তুলে ধরেন তিনি। বিজেপিকে ভোট না দিলেও রাজ্য সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদ করে না, এই বার্তাই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল সুর।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মোট ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ভাগ করে সরকার চলে না বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, এত দিন সংখ্যালঘুদের ভোট তাঁর দল পায়নি। তবে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে সেই সমীকরণ বদলের সুযোগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে আছে।

তিনি বলেন, ‘১ কোটি ৪৮ লক্ষের মধ্যে ২০ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। যদিও সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু ভাগ করে সরকার চলে না। ওরা আমাদের ভোট দেয় না। তবে এবারে সুযোগ আছে। যদি এই উপনির্বাচনে ভোট দেন, তাহলে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে চলব।’ এর পর আবাস যোজনা ও অন্নপূর্ণা প্রকল্পের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আবাস যোজনায় নতুন করে ৫৪ লক্ষ উপভোক্তার নাম যুক্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৩-১৪ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। রাজ্যের অন্নপূর্ণা প্রকল্পেও প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ মহিলা টাকা পেয়েছেন বলে জানান তিনি। বলেন, ‘আবাস যোজনাতে নতুন করে ৫৪ লক্ষ উপভোক্তার নাম উঠেছে যার মধ্যে ১৩-১৪ লক্ষ সংখ্যালঘু আছে। ১ কোটি ৪৭ লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণার টাকা পেয়েছেন।

নন্দীগ্রামে চন্দ্রনাথের মা, শাখারভ রেজিনগরে

প্রার্থী ঘোষণা পদ্মের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে। রেজিনগরে পদ্মপ্রার্থী করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য শাখারভ সরকারকে।

৬ অক্টোবর রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম; দুই আসনে ভোট। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার। অর্থাৎ আজ। ইতিমধ্যেই দুই কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বাম, কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত তৃণমূল। রেজিনগরে আলাদা প্রার্থী দিয়েছে বামফ্রন্টের শরিক দল আরএসপি-ও।

নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির প্রার্থী করেছে সঞ্চিতা প্রধান দে-কে। রেজিনগর কেন্দ্রে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। ঋতব্রত শিবির নন্দীগ্রাম আসনে প্রার্থী করেছে মহম্মদ এহেতাশ মুল হককে। রেজিনগরে তাদের প্রার্থী শেখ সফিউদ্দিন জামান। নন্দীগ্রামে সিপিআইয়ের টিকিটে লড়বেন শান্তিগোপাল গিরি।

‘সুপারি দেওয়া হয়েছিল ২ কোটি টাকায়’

‘ভাইপো গ্যাং’কে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে মনোনয়ন জমা দেন। রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির প্রচার যখন তুঙ্গে, তখনই চন্দ্রনাথ রথের খুনের তদন্ত নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি চন্দ্রনাথ খুনের অভিযোগে মঙ্গলবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম -না করেও সরাসরি তাকে দায়ী করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, চন্দ্রনাথকে খুনের জন্য শুটারদের ২ কোটি টাকা দেওয়ার কথা তিনি জানতে পেরেছেন। যদিও মামলাটি বিচারাধীন এবং তদন্তের চূড়ান্ত ফল এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

মুখ্যমন্ত্রী হলদিয়ার সভা থেকে বলেন, ‘আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে চন্দ্রনাথ খুনের পিছনে ভাইপো গ্যাং রয়েছে। শুটারদের ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তি ছিল একাধিক ফোনালাপের কথা। তাঁর দাবি, ডায়মন্ড হারবার এলাকার কয়েক জনের কল রেকর্ডিং তিনি

শুনেছেন। সেখান থেকেই ঘটনার নেপথ্যে অভিষেক ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ভূমিকার ইঙ্গিত পেয়েছেন বলে তিনি দাবি করে বলেন। তবে একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মামলা বিচারাধীন। তাই এখন বেশি কিছু বলব না।’

৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দু’দিন পর, ৬ মে মধ্যমগ্রামে চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন করা হয়। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর দীর্ঘদিনের আপ্তসহায়ক ছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। পরে এই হত্যাকান্ডের তদন্তভার নেয় সিবিআই। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও খুনের নেপথ্যে মূল পরিকল্পনাকারী কারা, সেই প্রশ্নের এখনও আদালতে নিষ্পত্তি হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে চন্দ্রনাথের মা হাসিরানিকে প্রার্থী করেছে রাজ্য বিজেপি। ফলে তাঁর মনোনয়নকে ঘিরে ব্যক্তিগত শোকের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইও যুক্ত হয়েছে। সেই দিনেই ছেলের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতাকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সেই রাজনৈতিক সংঘাতকে রাজ্যে আরও তীব্র করল বলেই মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। যদিও মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, ‘প্রমাণ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কথা বলার কথা নয়। যদি সত্যি এটা হয়ে থাকে, এর থেকে দুঃখের কিছু হয় না। মনে রাখতে হবে, সত্যি চেপে রাখা যায় না।’

ফলে তদন্তের গতিপথের পাশাপাশি এখন চন্দ্রনাথ-খুনের অভিযোগও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনী প্রচারে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বাংলা এগিয়ে
বিজ্ঞানে
সেরা মেধারা এক মঞ্চে
ভাবুন চেনা গণ্ডির বাইরে...
উন্মোচন করুন বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সাফল্য...
অনুসন্ধান করুন রূপান্তরের নিত্যনতুন ভাবনা...
বাংলা প্রস্তুত। আপনি প্রস্তুত তো?
৩৩তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস
১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
নিউটাউন কনভেনশন সেন্টার

শুভ উদ্বোধন
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | সকাল ১০.৩০
গৌরবময় উপস্থিতি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সম্মানীয় উপস্থিতি
প্রফেসর (ডঃ) কল্যাণ চক্রবর্তী
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর
তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তর
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী দীপক বর্মন
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
আবাসন দপ্তর
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
উচ্চশিক্ষা দপ্তর
কারিগরি শিক্ষা এবং
প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রীমতি মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
মাননীয়া প্রতিমন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D1400(16)/2026

1400+ গবেষক | 215 গবেষণা পত্র | 12 কারিগরি অধিবেশন | 2 প্রফেসর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস স্মারক বক্তৃতা
পেটেন্টধারী, প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্টার্টআপের প্রদর্শনী
শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন
200+ বিশিষ্ট বক্তা | 100+ জাতীয় ও রাজ্য সংস্থা | 10+ টেকনিকাল সেশন | 2 দিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী | 1 অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা
প্রতিদিনের কার্যবিবরণী ও টেকনিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখতে স্ক্যান করুন
https://wbsstc.tech
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
*আমন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রবেশ

মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্প নিয়ে বৈঠক শ্রমমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করল রাজ্যের শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের আইনসিদ্ধ অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

এদিনের বৈঠকে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ সংক্রান্ত বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। শ্রমিকেরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, অধিকারিকদের সে দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বিশেষ করে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন শ্রমমন্ত্রীসহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বিড়ি তৈরির কাজে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও বৈঠকে উঠে আসে।

এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক, দু'পক্ষের মধ্যে সমন্বয় রেখে শ্রমিক কল্যাণের বিষয়গুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের আইনি অধিকার রক্ষার বিষয়েও মালিকপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবারের

বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্পে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে মালিক সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা। আগামী দিনে এই বিষয়গুলিতে দপ্তরের নজরদারি এবং মালিকপক্ষের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

সল্টলেকে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে কড়া বার্তা পুরমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকে ফুটপাথ দখল করে রাখা নির্মাণসামগ্রী এবং রাস্তার পাশে ব্যক্তিগত গাড়ি রাখার ঘটনায় মঙ্গলবার সরব হন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মঙ্গলবার সল্টলেকের বিভিন্ন রাস্তার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, নাগরিকদের চলাচলের জায়গা আটকে রেখে কোনও নির্মাণকাজ চলবে না।

শহরের পুর পরিষেবা ও পরিচ্ছন্নতা খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি সকালে বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন পুরমন্ত্রী। মঙ্গলবার সল্টলেকে গিয়ে তাঁর নজরে আসে, ফুটপাথের বড় অংশ জুড়ে ব্যক্তিগত গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে। আরও এগিয়ে একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ইট, বালি, চুন ও সুরকি ফুটপাথের ওপর স্তূপ করে রাখার ছবি দেখতে পান তিনি। এতে পথচারীদের রাস্তা দিয়ে চলতে হচ্ছে। সেই ঘটনাস্থলে এক ব্যক্তিকে ডেকে কেন এ ভাবে ফুটপাথ আটকে রাখা হয়েছে, তা জানতে চান অগ্নিমিত্রা। ওই ব্যক্তি জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়ার কথা বললে মন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, তাঁর উপস্থিতির পরেই কেন তা সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। নির্মাণকাজের সময় ফুটপাত দখল করে সামগ্রী রাখা নিয়মসঙ্গত নয় বলেও ওই ব্যক্তিকে জানান তিনি।

অগ্নিমিত্রা বলেন, 'আপনার মাথায় কি কোনও আক্কেল নেই?' এর পরে আরও কড়া ভাষায় তিনি বলেন, 'কখন সরাবেন? আজ আমি এসেছি বলে সরাবেন? মাথায় আক্কেল নেই? এটা ফুটপাথ, সব জিনিসপত্র ফেলে রেখে কাজ করা যে উচিত নয়, তা জানেন না?' শুধু তাৎক্ষণিক ভাবে সরিয়ে দেওয়াই নয়, বিষয়টির পরবর্তী পরিস্থিতিও নজরে রাখার নির্দেশ প্রশাসনকে দেন পুরমন্ত্রী। মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই ফুটপাথ পরিষ্কার করে পথচারীদের জন্য তা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। 'মাথায় ঢুকল তো? আজ রাতের মধ্যেই ফুটপাথ খালি চাই। আমি কিন্তু নিজে এই কাজের রিপোর্ট দেখব!'

ঋত-শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস বিধানসভার অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনের মুখে বড় ধাক্কা খেল তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের ১০ বিধায়ককে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠালেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। আগামী সাত দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে তাঁদের। বিধানসভা সূত্রের দাবি, দলত্যাগ বিরোধী আইনের (দশম তফসিল) আওতায় এই নোটিস জারি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে, দলীয় নির্দেশ অমান্য ও দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কেন সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে।

এই ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য আরও বেড়েছে, কারণ বুধবারই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনের জন্য ঋতব্রত শিবিরের দুই প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা। তার ঠিক আগেই স্পিকারের নোটিস রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একই সঙ্গে তৃণমূলের দলীয় নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধ নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত শিগগিরই আসতে পারে।

উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে কালীঘাট শিবির ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পদক্ষেপের কথা নিশ্চিত করেছেন। তার পরেই স্পিকারের এই নোটিস রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের ৩১ জনকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের ৩১ জন আধিকারিককে বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় বদলি করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের অডিট ব্রাঞ্চ থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে আর্থিক প্রশাসনকে আরও কার্যকর করতে এই বদলি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আধিকারিকদের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে স্থানান্তর করা হয়েছে। আবার কয়েকজনকে অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত 'ম্যাচিং অর্ডার' জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বদলিগুলির মধ্যে রয়েছে, অর্থ দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার ও এক্স-অফিসিও যুগ্ম সচিব অরুণাভ ঘোষকে কলকাতা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস-৩-এর পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে পাঠানো হয়েছে। এমএসএমই অ্যান্ড টেক্সটাইলস দপ্তরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার সুদীপ বসুকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কন্ট্রোলার অব মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস পদে আনা হয়েছে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তরেও একাধিক পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাকাউন্টস অফিসার অমিতাভ আদককে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশনাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার করা হয়েছে। অন্যদিকে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এএফএ সৌমেন দাসকে পিএম পোষণ প্রকল্পের অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবগারি, পরিবহণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রাজ্য পানীয় নিগম, গভর্নরের গৃহ সচিবালয়-সহ একাধিক দপ্তরেও রদবদল করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের।

বঙ্গে সনাতনীদের জয়ে গণপতি বাপ্পার আরাধনায় উৎসাহ বেড়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গণপতি বাপ্পা মোরিয়া। সারা দেশ জুড়ে চলছে গণপতি বাপ্পার আরাধনা। মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত কাঁকিনাড়ায় সকলেই সিদ্ধি বিনায়কের পুজোয় মেতেছেন। মঙ্গলবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ার দুর্গা মাঠ-সহ কাঁকিনাড়ার ১০ নম্বর গলির জাগৃতি সংঘ, ৯ নম্বর গলির ছাত্র সংঘ, ৫ নম্বর রেলওয়ে সাইডিং-এর শিব কল্যাণ সমিতির গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। নারকেল ফাটিয়ে, ফিতে কেটে একের পর এক গণেশ পুজোর তিনি উদ্বোধন করেন। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী। একাধিক পুজোর উদ্বোধন করে মন্ত্ৰী বলেন, বঙ্গে সনাতনীদের জয়ে গণেশ বন্দনায় মানুষের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে। তবে অনেক আগে থেকেই জুটমিল অধ্যুষিত কাঁকিনাড়ায় গণেশ পুজোর সুখ্যাতি রয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানায় শিল্পাঞ্চলে একাধিক জুটমিল বন্ধ ছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে বন্ধ থাকা সমস্ত জুটমিল খুলেছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্ৰী বলেন, বন্ধ জুটমিল খোলায় শ্রমিক মহল্লার মানুষজন এবছর খুশিতে গনপতি আরাধনায় মেতে উঠেছেন।

বারুইপুর-কাণ্ডে বিতর্কিত এনকাউন্টারের ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের চাঞ্চল্যকর নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন মামলায় অন্যতম অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, বিতর্কিত ওই এনকাউন্টার সংলগ্ন এলাকার সমস্ত

সিসিটিভি ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। পাশাপাশি, গোটা ঘটনার সিআইডি তদন্ত যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও জারি করেছে আদালত। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই তদন্তপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলার শুনানিতে এদিন রাজ্য সরকারের তরফে বেঞ্চকে জানানো হয় যে, আদালতের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সুরক্ষিত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিন সপ্তাহ পর মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য উঠবে।

স্বাস্থ্য প্রকল্পে জালিয়াতি রুখতে কড়া রাজ্য, অনিয়মে সুবিধা বাতিল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মী, আধিকারিক এবং পেনশনভোগীদের জন্য চালু পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পে (ডব্লুবিএইচএস) কোনও ধরনের অনিয়ম বা প্রতারণা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল অর্থদপ্তর। সম্প্রতি জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকল্পের সুবিধা পেতে মিথ্যা তথ্য দেওয়া, তথ্য গোপন করা বা বিকৃত করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অর্থদপ্তর জানিয়েছে, এমন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা বাতিল করা হবে। বেআইনিভাবে নেওয়া অর্থও ফেরত আদায় করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্য সরকারের এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভিন্‌রাজ্যের নথিভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালেও কর্মী, আধিকারিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যেরা চিকিৎসার সুযোগ পান। প্রকল্পে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে। তার বেশি খরচ হলে বিল জমা দিয়ে নির্ধারিত নিয়মে অর্থ ফেরতের দাবি করা যায়। এদিকে সম্প্রতি প্রকল্পের আওতা আরও বাড়িয়েছে সরকার। এতদিন ১৮ ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, নতুন করে আরও ছয় ধরনের চিকিৎসাকে বহির্বিভাগ (আউটডোর) পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিল অর্থদপ্তর।

দুর্গাপুজোর অনুদানে নতুন নির্দেশিকা, কমিটির নামে অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান পাওয়ার প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। এবার থেকে অনুদন পেতে হলে পুজো কমিটির নিজস্ব নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা কার্যত বাধ্যতামূলক। যে সব কমিটির নামে এখনও অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের দ্রুত তা খুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, অনুদানের আবেদন করতে হলে পুজো কমিটির সভাপতি বা সম্পাদককে কমিটির লেটারহেডে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে কমিটির নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি ক্যানসেলড চেক এবং পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। এ ছাড়াও গত বছরের পুজোর অনুমতিপত্রের কপি, গত বছরের পুজোর আয়-ব্যয়ের হিসাব, ২০২৬ সালের পুজো কমিটির সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, তাঁদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর-সহ লেটারহেডে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অনুদনের জন্য প্রয়োজন হবে গত বছরের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার

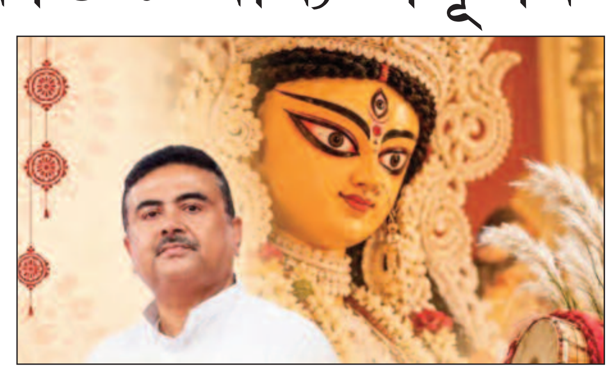

স্বীকৃতিপত্রের কপি এবং চলতি বছরের অনলাইন আবেদনপত্রের প্রতিলিপিও। প্রশাসনের আশা, নতুন এই নথিভিত্তিক ব্যবস্থা অনুদান বিতরণ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তি বাগবাজারে, বহাল নিম্ন আদালতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবকে ঘিরে তৈরি হওয়া আইনি জটিলতার অবসান। পুজো ও ঐতিহ্যবাহী প্রদর্শনী মেলা বন্ধের যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা একলহমায় উড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের দেওয়া রায়কেই বহাল রেখে মঙ্গলবার বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিলেন, কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে গঠিত পরিচালনা কমিটি সম্পূর্ণ বৈধ এবং আইনসম্মত। ফলে ঐতিহ্য মেনে নির্ধারিত নিয়মেই অনুষ্ঠিত হবে বাগবাজারের পুজো।

উত্তর কলকাতার এই সাবেকি মণ্ডপের প্রতিমা দর্শন না-করলে প্রতিবছর শহরবাসীর ঠাকুর দেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে এবছর পুজো কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই গড়ায় আদালত পর্যন্ত। বাগবাজার পুজো কমিটি এবং ক্লাব পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে দিতে ১৪ সদস্যের একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ৩০ অগস্ট আদালতের নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ হয়। মোট ৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোটাধিকার

প্রয়োগ করেন ৬৬ জন সদস্য।

সমস্যার সূত্রপাত হয় ফল প্রকাশের পর। দেখা যায়, ১২ জন পরিচালনা পদের মধ্যে ৪ জন প্রার্থীর ভোটসংখ্যা সমান হয়েছে। পাশাপাশি, সাধারণ সম্পাদক পদে লড়াই করা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্রেও ফলাফল 'টাই' হয়ে যায়। কারণ,উভয়েই ৩৩টি করে ভোট পান। জট কাটাতে সিটি সিভিল কোর্ট নির্দেশ দেয়, ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সভাপতির কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত কমিটি গঠন করতে হবে। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে কাস্টিং ভোট সম্পন্ন হলেও, গোটা প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ক্লাবের অন্যতম সদস্য রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত ও তাঁর অনুগামীরা।

উচ্চ আদালতে আবেদনকারীদের দাবি ছিল, যেভাবে কাস্টিং ভোট নেওয়া হয়েছে সেই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং তা বাতিল করা হোক। কিন্তু হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নির্দেশের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। চূড়ান্ত শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, 'যে পদ্ধতিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে তা আইনত সঠিক।' আবেদনকারীদের আর্জি খারিজ করে আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, পুজোর আর এক মাসও বাকি নেই, তাই উৎসব বা মেলা কোনওভাবেই আটকানো যাবে না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 15/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে আমি Shrabanti Mondal W/o. Pradip Kumar Mondal ও Shrbanti Ghosh Mandal W/o. P Kr Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 22113 নং এফিডেভিড বলে আমি Sujay Mukherjee S/o. Saileswar Mukherjee ও Sujay Mukhopadhyay S/o. S Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Deb Kumar Malick S/o. Sambhu Nath Malick ও Debkumar Malik S/o. S Malik, Sambhu Natha Malick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Nandalal Sarkar** S/O Narayan Sarkar, residing at Vill.-Kamarthuba, P.O. & P.S.-Harba, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743263, West Bengal, do hereby declare that in my Son's (Argha Sarkar) Birth Certificate my name is inadvertently writen as **"Nanda Dulal Sarkar"** instade of **"Nandalal Sarkar"**. **"Nandalal Sarkar"** and **"Nanda Dulal Sarkar"** is the same and one identical parson through an affidavit no-35499 1st class Judicial Magistrate Court Barasat, dt. 27.02.2026

CHANGE OF DATE OF BIRTH

I, Sub Kamal Misra (JC773677A), S/o Late Satyabrata Mishra, residing at 1C, Kalipada Mukherjee Road, Kolkata-700008, hereby declare that the Date of Birth of my mother, Arati Mishra, recorded in my Army records as 05/05/1956, is incorrect. Her correct Date of Birth is 11/02/1955 as on Aadhar.

জন বিজ্ঞপ্তি

৮৯/এ-২০, রামদাস গড়গড়ি লেন, বাঙ্গুর পার্ক, রিষড়া-৭১২২৪৮ নিবাসী প্রয়াত বিভাসনা ভৌমিক (স্বামী- প্রয়াত হেমেন্দ্র নাথ ভৌমিক) ০৯.০২.২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করেছেন। উক্ত ঠিকানার স্থাবর সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারী শংসাপত্রের জন্য তাঁর পুত্র স্বপেন্দ্র ভৌমিক আবেদন করেছেন।
উত্তরাধিকারীগণ ১) প্রয়াত শিবানী শিকদার (প্রতি- প্রসূন ও গৌতম শিকদার) ২) ভবানী ভৌমিক তরফদার ৩) স্বপেন্দ্র ভৌমিক ৪) প্রয়াত রণেন্দ্র ভৌমিক (প্রতি- স্মৃতি, চন্দ্রলেখা ও রাজলেখা ভৌমিক) ৫) শ্রাবণী কর ৬) মঞ্জুরী ভৌমিক ৭) সাগরিকা মজুমদার। আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে মহকুমা শাসক, শ্রীরামপুর / বি.এল. ও এল.আর.ও, রিষড়া-তে লিখিত আপত্তি জানান।

**আবেদনকারী-
স্বপেন্দ্র ভৌমিক, শিলিগুড়ি।
তারিখ ১৬/০৯/২০২৬.**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পি ৩৮২/১ কেয়াতলা লেন, কলিকাতা-২৯ নিবাসিনী কাজরী রায় চৌধুরী স্বামী বিমলেশ রায় চৌধুরী জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ৬৯ নং জে.এল. ভুক্ত তালতোড় মৌজাস্থিত এল.আর. ৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১২৮২/১৭০১ ও এল.আর. ১২৮২/২২৭৩ নং দাগের ০৮ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত অবনপল্লী শান্তিনিকেতন নিবাসী প্রণব কৃষ্ণ দেব বর্ম্মন পিতা ৺ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বর্ম্মন-কে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে প্রণব কৃষ্ণ দেব বর্ম্মন তালতোড় মৌজার এল.আর. ৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১২৮২/১৭০১ ও এল.আর. ১২৮২/২২৭৩ নং দাগের ০৮ শতক সম্পত্তি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত ১৯, রতনপল্লী শান্তিনিকেতন নিবাসী মণীষা পাল স্বামী প্রশান্ত কুমার পাল, প্রশান্ত কুমার পাল পিতা মদন মোহন পালকে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১৯৯৮ সালের ৬৮৮৬ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।
Raghunath Dutta
(Advocate),Bolpur Court

PUBLIC NOTICE

Public in general and all concerned are informed that my Client (1) AFTAB AHMED S/o, Sultan Ahmed, and (2) SABNAM PARVEEN W/o,Aftab Ahmed Both are residentof53,SegunBaganLane,NearHamdard Library P.O. Telinipara, P.S. Bhadreswar, District Hooghly, Pin-712125, has purchased one land ad measuring more or less about 2 Cottah 5 Chatak under R.S &L.R Dag No 770 and a piece and parcel of Bastu land measuring an area of 10 Chattak under R.S & L.R Dag no 773, Totalling to an over all area of 2 Cottah 15 Chattak with 100 sq.ft, situated at Mouza Belkuli J.L No-02 Compromised within R.S&L.R Dag No-770&773 under L.R Khatian No-325 through Deed of Sale vide being no. 01413 for the year 2025 dated 16th day of May 2025, registered at A.D.S.R. CHANDANNAGORE from (1) Shri AMIT KUMAR SINGAH S/o. Late Sankar Nath Singha (2) SMT. MITALI MALLICK SINGHA Dio, Late Sankar Nath Singha both are resident of bagan bati,P.o Khalisani,P.s- Bhadreswar, Dist-Hooghly, through their nominated and constituted Attorneys namely MOHAMMAD AMJAD Alias MD.AMJAD S/o. MOHAMMAD ASLAM, resident of Urdi Bazar Sukdeb Singh Rasta, P.O. & P.S. Chandannagore District Hooghly, Pin-712136, vide registered Power of Attorney Deed being no. 03735 for the year 2024 dated 21 Day of November 2024, registered at A.D.S.R Chandannagore. And apply for the registration in singur (Khalisani) B.L.L.R.O Office whose mutation Case No is MN/2026/0619/3552& MN/2026/0619/3553 All persons having claim whatsoever in respect of the above-mentioned transaction are requested to inform the same in writing to the B.L. & L.R.O. Office at Singur(Khalisani), within 30 days from the date of publication. of this notice. Failing which it shall be presumed that there are no claims, objections and encumbrances regarding the said property and Power of Attorney.
Shama Parween, Advocate
Chandannagar Court Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld Civil Judge (Sr.Divn) Ghatal
Dist: Paschim Medinipur
Ref. T.S NO-100/2016

শ্রী সুনীতি কুমার ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, সাং- বাড়জালালপুর, পোঃ- কলোড়া, থানা- দাসপুর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর .... **বাদীগন**
বনাম
২২। শ্রীমতী শিখারানী জানা, স্বামী- শ্রী অলোক জানা, সাং+পোঃ- মহারাজপুর, থানা- ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর .... বিবাদী
এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে উপরোক্ত বাদীগন দাসপুর থানার জোতগৌরাঙ্গ মৌজায় ৭৬ নং দাগে কালা ৭৮ শতক, ৭৭ নং দাগে জলজমি ৪৩ শতক, ৮৭ নং দাগে জলজমি ৩২ শতক, ৮৮ নং দাগে জলজমি ০৯ শতক, ৮৯ নং দাগে কালাজমি ৫১ শতক, ৯৫ নং দাগে কালাপুরাতন পতিত ০২ শতক এবং ৯৬ দাগে কালা ১৭ শতক সম্পত্তি লইয়া Partition and injunction এর প্রার্থনায় এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া ইংরাজী ২০/১১/২৬ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। অনুমত্যানুসারে
Arup Mandal, Sheristadar
Civil Judge's Court (Sr. Divn.),
Ghatal, 15/09/2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মিতা বড়ুয়া,** স্বামী চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া, সাকিম ২০/৩সি, ইডেন হসপিটাল রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বউবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭৩, **২)শ্রী সুবীর কুমার বড়ুয়া চৌধুরী,** উভয়ের পিতা ৺সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া চৌধুরী, সাকিম ৪৭/৪৬, কেওটা সাহাগঞ্জ মেন রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২৬/০৪/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00060/ 2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুছন্দা ভট্টাচার্য্য,** স্বামী শ্রী ভিক্টর ভট্টাচার্য্য, সাকিম ৪৫, হাজরা পাড়া লেন, বালী, হাওড়া-৭১১২০১, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২১/১২/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12058/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সুজিত কুমার সাহা,** পিতা অজিত কুমার সাহা, ও **২)শ্রীমতী পিঙ্কু সাহা,** স্বামী শ্রী সুজিত কুমার সাহা, উভয়ের সাকিম নলডাঙ্গা কলোনী, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, জে.এল নং ৮, আর.এস. ৩৩৫/১ তথা হাল এল.আর. ৩৫৬২, ৩৫৬১ ও ৩৫৬০ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১১৮৭ ও ১১৮৭/১১৯৯ তথা হাল এল.আর. ২৪৬০ নং দাগে, বাস্তু জমি, তদুপরে নির্মিত 'মৈত্রেয়ী অ্যাপার্টমেন্ট' নামীয় বহুতলের প্রথম তলে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং A-4, যাহার কভার্ড এরিয়া 789.17 Sq. Ft., সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 947 Sq. Ft. সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী সুজিত কুমার সাহা ও ২)শ্রীমতী পিঙ্কু সাহা,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ-জঙ্গলমহলে রাস্তা, ৬ প্রকল্পে মিলল ১,০৪২ কোটি : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬,২৭ অর্থবর্ষে সিআরআইএফ প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ছয়টি সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পে ১,০৪২.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্রকল্পগুলির অনুমোদন মিলেছে। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল মিলিয়ে ১৯৪ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গ্রামীণ এলাকা থেকে মহাসড়ক, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করাই সরকারের লক্ষ্য। নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে সুবিধা হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নিজের পোস্টে এই অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রককে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যের পূর্ত দপ্তরকে প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই তিনি জানান। একই সঙ্গে রাস্তা তৈরিতে গুণমান বজায় রাখার ওপরেও জোর দেওয়া হবে। প্রকল্পের কাজ যাতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে এগোয়, সে দিকেও নজর রাখবে দপ্তর। রাজ্য সরকারের মতে, সড়ক যোগাযোগের উন্নতির সঙ্গে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও গতি পায়। সেই কারণে গ্রামীণ রাস্তা এবং মহাসড়ক, দুই ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। নতুন ছয় প্রকল্প সেই পরিকল্পনারই অংশ বলেই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে তার পোস্টে জানান।

শিক্ষক বদলির নতুন নির্দেশিকায় বড় ধাক্কা, স্থগিত জুলাইয়ের এসওপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক বদলির নতুন নিয়ম তৈরি ঘিরে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বড়সড় আইনি ধাক্কা খেল। শিক্ষা দপ্তরের জারি করা বিতর্কিত নয়া নির্দেশিকার কার্যকারিতার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। যার ফলে রাজ্যজুড়ে শিক্ষকদের 'উদ্বৃত্ত' দেখিয়ে বদলি করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা আপাতত পুরোপুরি থমকে গেল। হাইকোর্টের এই নির্দেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৪ জুলাই। ওই দিন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত একটি সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি জারি করে। সেখানে বলা হয়েছিল, যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষক বেশি রয়েছেন, তাঁদের 'উদ্বৃত্ত' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং অন্য যেসব স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে, সেখানে বদলি করা হবে।

শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত বনমালীপুর সন্তোষ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা সোমা সরদার। মামলাটি ওঠে হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সোমা দেবী ২০১৩ সাল থেকে ওই স্কুলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মরত। কিন্তু আচমকাই শিক্ষা দপ্তর তাঁকে 'উদ্বৃত্ত' ঘোষণা করে এবং পোর্টালের মাধ্যমে অন্য একটি স্কুল বেছে নিতে নির্দেশ দেয়।

আদালতে শুনানির সময় মামলাকারীর পক্ষে সোচ্চার হন প্রবীণ আইনজীবী উজ্জ্বল রায়। তিনি জোরালো যুক্তি দিয়ে আদালতকে জানান, ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয়। ওই নির্দিষ্ট স্কুলে সোমা সরদারই একমাত্র পাস গ্রাজুয়েট ইংরেজি শিক্ষিকা। স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা, বিষয়ভিত্তিক কাজের চাপ বা প্রকৃত শিক্ষক-চাহিদার কথা একবারও বিবেচনা করেনি শিক্ষা দফতর। কোনো প্রশাসনিক মূল্যায়ন ছাড়াই একতরফা ভাবে তাঁকে 'উদ্বৃত্ত' তকমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পুরোপুরি নিয়মবহির্ভূত এবং শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক।

উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা শিক্ষা দপ্তরের ২৪ জুলাইয়ের এসওপির ওপর আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন।

আদালতের এই কড়া পদক্ষেপের ফলে জুলাই মাসের এসওপি-র ভিত্তিতে শুরু হওয়া বিদ্যালয় বাছাই, বদলির তালিকা প্রকাশ এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত পদক্ষেপই আটকে গেল। আইনজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র মামলাকারী সোমা সরদারই নন, এই নির্দেশের ফলে রাজ্যের যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 'উদ্বৃত্ত' বানিয়ে বদলির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই সরাসরি এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের আইনি সুফল পাবেন।

জেলেও 'কাটমানি' কালচার ! বন্দি পিছু ২৫ হাজার, রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলেও এবার 'কাটমানি' রাজ! একটু ভালো খাবার, কিংবা শান্তিতে এক চিলতে ঘুমানোর জায়গাটুকু পেতে হলেও গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। কয়েদি পিছু মাসে ৭ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলাবাজির এক অভূতপূর্ব ও ভয়ঙ্কর অভিযোগ সামনে এসেছে রাজ্যজুড়ে। এই সুসংগঠিত 'সিস্টেমেটিক' তোলাবাজি চক্রের তথ্য মেলায় চরম অস্বস্তিতে প্রশাসন। বন্দিদের স্বজনদের থেকে এই টাকা আদায় করা হচ্ছে অনলাইনেও। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগের প্রেক্ষিত গুরুত্ব সহকারে বিচার করে রাজ্য সরকারের কাছে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ লেনদেনের রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি ওঠে। মামলার গভীরতা দেখে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'এই ধরনের জনস্বার্থ মামলাই আদতে গবেষণালব্ধ জনস্বার্থ মামলা।'

ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক নজিরবিহীন অনুসন্ধান। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের মে-জুন মাসে মোট ২৭ দিন সশরীরে জেল খেটেছিলেন তৌহিদ ইসলাম নামে এক আইনজীবী। জেলবন্দি অবস্থায় তিনি নিজের চোখে কয়েদিদের থেকে টাকা আদায়ের এই রমরমিয়ে চলা চক্রটি প্রত্যক্ষ করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ, আদায়কৃত মোট অঙ্কের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ টাকাই শেষ পর্যন্ত কাটমানি হিসেবে নির্দিষ্ট মহলে পৌঁছে যায়। এমনকি শুধুমাত্র বালুরঘাট জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই মাসে ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ এনেছেন তিনি। এই চরম দুর্নীতি রুখতে সিবিআই, সিআইডি কিংবা ইডির মতো কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সংস্থাকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ওই আইনজীবী।

রাজ্যের সংশোধনাগাবগুলোতে ভিআইপি সুবিধা ও বেআইনি জিনিসপত্রের বেচাকেনা নতুন নয়। কিছুদিন আগেই প্রেসিডেন্সি জেলের উচ্চ নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে জঙ্গি আফতাব আনসারির কাছ থেকে আইফোন, রাউটার সহ একাধিক ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হওয়ায় চরম বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আবার ইতিপূর্বে জেল থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের তোলাবাজির কল চালানোর মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জেলে কাটমানি কাণ্ড আদালতের দরবারে পৌঁছতেই টনক নড়েছে নবান্নের।

অন্যদিকে, তোলাবাজি ও বেআইনি চাঁদা আদায় স্থায়ী ভাবে নিশ্চিহ্ন করতে রাজ্য সরকার এবার এক কঠোর ও বিশেষ আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করছে। প্রস্তাবিত নতুন আইনে 'তোলাবাজি'কে সুনির্দিষ্ট ও জামিনঅযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এফআইআর দায়েরের সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর আইনি শাস্তির বিধান রাখার প্রস্তুতি চলছে।

৫৬ মাসে প্রতিশ্রুতি পূরণের বার্তা, হলদিয়ায় একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের চার মাসের মাথায় আগামী মেয়াদের বাকি ৫৬ মাসের কাজের রূপরেখা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার হলদিয়ার কদমতলায় সভায় অন্নপূর্ণা যোজনা, আবাসন, সামাজিক সুরক্ষা এবং নন্দীগ্রাম-হলদিয়ার পরিকাঠামো নিয়ে একাধিক তথ্য তুলে ধরে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ।

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ৫৬ মাস প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে রাজ্য সরকার। অবহেলিত, অত্যাচারিত প্রত্যেকটি পরিবারের হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ, এ আমার অঙ্গীকার। আমি এটা পূরণ করব।' সরকারের চার মাসের কাজের খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে ৬৭ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় মাসে ৩ হাজার টাকা করে পেতে শুরু করেছেন। আবাসন প্রকল্পেও অর্থ দেওয়ার কথা জানান তিনি। তাঁর দাবি, অসম্পূর্ণ ৮ হাজার বাড়ির জন্য দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আরও ১৩ হাজার ৭০০টি নতুন বাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এছাড়াও জনকল্যাণ শিবিরে জমা পড়া আবেদনগুলির প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, নতুন জব কার্ড, বার্ধক্য ভাতা-সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরে অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র চালু করার কথাও জানান তিনি। পাশাপাশি নন্দীগ্রাম-হলদিয়া সংযোগকারী সেতু নিয়েও সভা থেকে অগ্রগতির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, মাটি পরীক্ষা এবং দরপত্রের প্রস্তুতি চলছে। রাইটসকে দিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ করানো হয়েছে এবং প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামকে ঘিরে তাঁর রাজনৈতিক বার্তাও ছিল স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১,৯৫৬ ভোটে হারানোর পরে নন্দীগ্রামের মানুষ যে পরিষেবা পেতেন, ২০২৬ সালে আমাকে প্রায় ১০ হাজার ভোটে জেতানোর পরেও সেই পরিষেবা ২০৩১ সাল পর্যন্ত দেওয়ার গ্যারান্টি শুভেন্দু অধিকারী আপনাদের করে গেল।' রাজ্য সরকারের বাকি মেয়াদে উন্নয়ন, নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার কাজ চলবে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, 'জনগণের স্বপ্নপূরণ, সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং রাষ্ট্রবাদী ভারত, সংস্কৃতি ও বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।'

তোলাবাজি মামলায় স্বস্তি কীর্তির, ৬ মাস কড়া পদক্ষেপে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। আগামী ছয় মাস তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কড়া পদক্ষেপ বা গ্রেপ্তারির মতো পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের একক বেঞ্চ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করে। তবে আদালতের স্পষ্ট বার্তা, তদন্তের প্রয়োজনে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ভবানীভবনে গিয়ে সিআইডির মুখোমুখি হতে হবে সাংসদকে। এর পর পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে অন্তত সাত দিন আগে নোটিস পাঠাতে হবে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ২১ মে দুর্গাপুরের একটি বাংলোয় এক রান্নার গ্যাসের ব্যবসায়ীকে ফোন করে ডেকে আনা হয়। অভিযোগ, সেখানে পৌঁছতেই ওই ব্যবসায়ীর কাছে ১৫ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করেন কীর্তি আজাদের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী। টাকা না দিলে তাঁর রান্নার গ্যাসের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তোলা হয়। গোটা ঘটনাটির একটি অডিও রেকর্ড তাঁর কাছে সংগৃহীত রয়েছে দাবি করে রানিগঞ্জ থানায় কীর্তি আজাদ ও তাঁর একাধিক সহযোগীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী।

মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে সাংসদের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আদালতকে জানান, পুরো ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। তিনি বলেন, 'কীর্তি আজাদ মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। ২০২৫ সালে কয়লা মন্ত্রককে চিঠি লিখে আসানসোলের বেআইনি কয়লা পাচারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সাংসদ। তার বদলা নিতেই মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে।'

আদালতে সওয়াল চলাকালীন বিচারপতি কৌশিক চন্দ মন্তব্য করেন, 'তাহলে আপনি সৎ তৃণমূল?' এর পরই মূল অডিও ক্লিপিংটি এজলাসে বাজিয়ে শোনানোর জন্য নির্দেশ দেন বিচারপতি। রাজ্য সরকারের পেশ করা সেই হুমকির অডিও কথোপকথন শোনার পর, তাতে স্পষ্ট প্রমাণের অভাব দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। ফলস্বরূপ, তদন্তে সবরকম সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে সাংসদকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রদান করে কলকাতা হাইকোর্ট।

উপনির্বাচনেও নন্দীগ্রামে কাঁটা 'নিয়োগ দুর্নীতি', কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন সামনে আসতেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ফের সামনে এসেছে সেই বহুচর্চিত 'নিয়োগ দুর্নীতি'। একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য এবং পর্ষদ থেকে শুরু করে প্রথম সারির একাধিক নেতানেত্রীর নাম সিবিআই-ইডির তালিকায় উঠে আসায় রাজ্য রাজনীতির পরিবেশ বহু দিন ধরেই তপ্ত। কিন্তু এবার নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনেও সেই নিয়োগ দুর্নীতির রেশ আছড়ে পড়ায় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।

ঘটনার কেন্দ্রে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে শাসকদলের মনোনীত প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান (দে)। শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে আসা আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করলেও, তাঁর নাম জড়িয়ে গিয়েছে ২০১৪ সালের বহুল বিতর্কিত প্রাথমিক টেট দুর্নীতির সঙ্গে। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই জোরালো আক্রমণে নেমেছে শাসকদল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের সাফ কথা, 'তৃণমূলের শীর্ষ স্তর থেকে তৃণমূল স্তর;সবাই দাগী ও দুর্নীতিগ্রস্ত।'

রাজনীতি ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নরসিংহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন সঞ্চিতা।

আরজি কর-কাণ্ডে ১৩ নম্বর স্টেটাস রিপোর্ট সিবিআইয়ের

আসল অভিযুক্তদের আড়ালের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে নিজেদের ১৩ নম্বর স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সিবিআইয়ের নতুন তদন্তকারী দল আদালতে জানিয়েছে, সমস্ত ফরেনসিক ও মেডিক্যাল রিপোর্ট, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সংশ্লিষ্ট নথি নতুন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এমনকি, যে শ্মশানে নির্যাতিতাকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্যরা। সিবিআইয়ের আইনজীবী পার্থ দত্ত আদালতকে জানান, নির্যাতিতার পরিবারের তোলা প্রশ্নের দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত চাইলে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াশয় পেশ করা যেতে পারে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২০ নভেম্বর।

তবে সিবিআই রিপোর্ট দিলেও তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ফের সোচ্চার হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। এদিন আদালতে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে পরিবারের আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, 'সবাই জানে কারা আসল অভিযুক্ত। তাও মাত্র ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে! আসল অভিযুক্তদের আড়াল করে কী ভাবে তদন্তকে অন্য খাতে চালানো হচ্ছে, তা ভেবে পাচ্ছি না। কেন আসলদের বাদ দেওয়া হল? যারা প্রকৃত দোষী, তারা কেন তদন্তের বাইরে ঘুরে বেড়াবে? তদন্তের নাম করে এইভাবে বছরের পর বছর সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় না।' অন্যদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর অভিযোগ, 'দু' বছর সম্পূর্ণ হতে চলল গ্রেপ্তার হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কী প্রমাণ আছে তা এখনও অস্পষ্ট।'

অন্যদিকে, তদন্তকারীদের কাছে আসা ৪ জন সহকর্মী চিকিৎসকের বয়ানে ঘটনার রাতের নতুন তথ্য উঠে এসেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘটনার রাতে অর্থাত ৮ অগস্ট ২০২৪ তাঁরা সবাই চেস্ট ওপিডিতে নাইট ডিউটিতে ছিলেন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খাবার ডেলিভারি অ্যাপে অর্ডার দেওয়া হয়। রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে সেমিনার রুমের ডায়াসে বসেই পাঁচজনে অলিম্পিক দেখতে দেখতে নৈশভোজ সারেন। এরপর নির্যাতিতা ওই ডায়াসেই শুয়ে পড়েন। বাকি চিকিৎসকরা অন্য ঘরে বিশ্রাম নিতে বা ডিউটিতে যান। এর মধ্যে এক চিকিৎসকের সঙ্গে গভীর রাতে ফোনে কথা হয় নির্যাতিতার এবং তিনি পরামর্শও দেন। অবশেষে ৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক সহকর্মী চিকিৎসক প্রথম সেমিনার রুমে ঢুকে নির্যাতিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

রিপোর্ট জমা পড়ার পর নির্যাতিতার বাবা জানান, 'আমরা এই তদন্তে খুব খুশি, তেমনটা একেবারেই নয়। তবে নতুন সিবিআই দল আমাদের সাথে কথা বলছে ও তদন্ত করছে। শুধু আমরা নই, রাজ্য তথা দেশ-বিদেশের মানুষ ন্যায়বিচারের দিকে তাকিয়ে আছেন। আসল দোষীদের কঠোর শাস্তি হতেই হবে।'

নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে জোটের প্রস্তাব, মমতার 'সমঝোতা' মানল না কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে বিরোধী ভোট ভাগ হওয়া থেকে আটকাতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। যদিও সেই প্রস্তাবে সায় দিল না কংগ্রেস। বরং দুই কেন্দ্রেই কালীঘাট তৃণমূলের সমর্থন চেয়ে পালটা শর্ত দিল প্রদেশ কংগ্রেস। ফলে ৬ অক্টোবরের ভোটের আগে দুই শিবিরের রাজনৈতিক দূরত্ব মঙ্গলবার আরও স্পষ্ট হল।

কালীঘাট দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপালকে ফোন করেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে লড়াইয়ের জায়গা করে দিতে নিজেদের প্রার্থী সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। বিনিময়ে রেজিনগরে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থীকে কংগ্রেস সমর্থন করুক, এই সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলেই দলীয় সূত্রের খবর। যদিও কংগ্রেস সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় বলেই কংগ্রেস সূত্রে খবর।

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'জোট চাইলে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর- দুই আসনেই কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করুক। ভবিষ্যতে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে তখন আলোচনা হতে পারে।' যদিও কংগ্রেসের এই অবস্থানকে শুধু আসন সমঝোতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে দেখছে না রাজনৈতিক মহল, বরং এটাকে কংগ্রেসের অনমনীয়তা হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কংগ্রেসের এই অনমনীয়তার পিছনে একদিকে যেমন কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গে আছে পুরনো বিরোধ, জোট ভাঙার ইতিহাস এবং রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীদের ওপর 'অত্যাচারে'র অভিযোগ, অপরদিকে কংগ্রেসের নিচুতলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জমে আছে, তাই এই ক্ষেত্রে দলের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে বলেই কংগ্রেস সূত্রের দাবি। যদিও দুই কেন্দ্রেই কংগ্রেস ও কালীঘাট তৃণমূল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে কালীঘাট তৃণমূলের সঞ্চিতা প্রধান দে। রেজিনগরে কংগ্রেসের মহম্মদ আধুল্লাহিল কাফির প্রতিদ্বন্দ্বী রবিউল আলম চৌধুরী। ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল শিবিরও দুই আসনে আলাদা প্রার্থী দিয়েছে। ফলে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের পাশাপাশি বিরোধী ভোটের সমীকরণও জটিল হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বাসভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা, এবার তাহলে বন্ধ হোক বেসরকারি বাসের যথেচ্ছাচার

আপাত ভাবে নিত্য যাত্রীদের জন্য খারাপ খবর। পুজোর পরই বাড়বে সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়া। সম্প্রতি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। কয়েকদিন আগে বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পরিবহণমন্ত্রী। বৈঠকের নির্যাস, পুজোর আগে এ বিষয়ে কিছু হবে না। তবে পুজোর পর বেসরকারি বাসের ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। ভাড়া বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার আর এক সদস্য দিলীপ ঘোষও। বাস মালিকরা দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের কাছে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে আসছেন। অবশেষে তাদের আর্জি মানতে চলেছে সরকার, এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি যে শুধু বাস মালিকরাই নয়, সাধারণ নিত্যযাত্রীরাও চান বাস ভাড়া বাড়ুক। কারণটা খুব সহজ। ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে বাস ভাড়া বাড়েনি। তারমধ্যে গত প্রায় ৯ বছরে জ্বালানি খরচ বিপুল বেড়েছে। বেড়েছে বাস চালানোর আনুষাঙ্গিক খরচও। কিন্তু পূর্বতন তৃণমূল সরকার ক্ষ্মগরিবের ওপর চাপ দেওয়া যাবে নাক্ষ্ম বলে বাস ভাড়া একবারও বাড়ায়নি। এর নিট ফল কী হল, তা ভুক্তভোগী মাত্র সবাই জানেন। করোনা কালের পর থেকে বারবার বলা সত্বেও ভাড়া না বাড়ানোয় অনেক রুট উঠে গেল, অনেক বাস স্থায়ীভাবে বসে গেল। অধিকাংশ রুটেই কমেছে বাসের সংখ্যা। রাত হলেই উধাও বাস। এখানেই শেষ নয়। বাস থেকে সরকারি ফেয়ার চার্টও উধাও। ইচ্ছে মতো ভাড়া নিচ্ছে বাস। ওপায় নেই তাই সেটাই মেনে নিচ্ছেন যাত্রীরা। বেশির ভাগ রুটেই নূন্যতম ভাড়া এখন ১০ টাকা। তারপরই আসছে ১৫, ২০, ২৫! এভাবে জোর জুলুম চলছে। বিগত সরকারে নিজের পরিবহণ দফতরকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই 'সাইলেন্ট দফতর' বলেছিলেন প্রকাশ্যে। তাঁরা চোখ বুজেই ৫টা বছর কাটিয়ে দিল। বাস্তবটা হচ্ছে রাজ্যে সরকার নির্ধারিত কোনও বাসভাড়াই নেই। মানুষের দাবি, অন্তত নিয়ম মেনে ভাড়া চালু হোক। তাতে যদি বাড়ে তাতে সমস্যা নেই। কারণ, মানুষ কিন্তু বেশি ভাড়াতেই চড়ছেন।

শব্দছক ২৬৯

রবি দাস

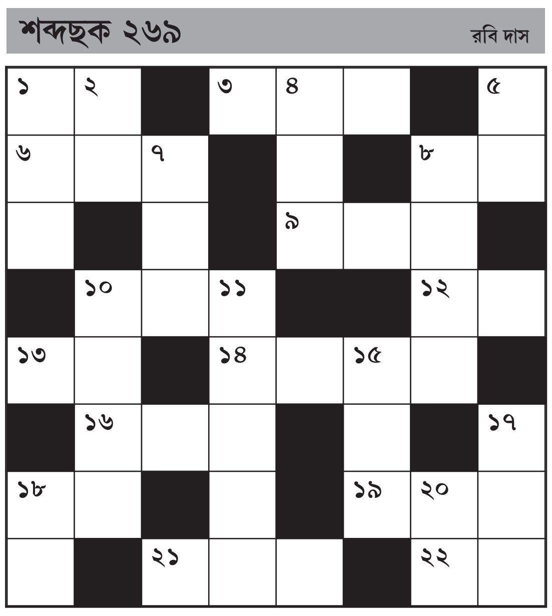

পাশাপাশি: ১. মাতঙ্গ ৩. আবির্ভাব ৬. নিমেষ ৮. বক্র ৯. রাবম রাজা ১০. গাছের ছাল ১২. সময় নিরুপক ১৩. বদমায়েশ ১৪. ঘুষ খায় যে ১৬. সোনা ১৮. বাসস্থানের প্রকোষ্ঠ ১৯. কমলা লেবুর রঙ ২১. যুদ্ধ ২২. অভিসম্পাত

ওপর-নিচ: ১. চুল্লীতে হাওয়া দেবার হাওয়া-যন্ত্র ২. তৈলবীজের একটি ৪. কজ্জল ৫. দুই জনে মিলে ৭. বক্তা ৮. বাঁশের তৈরী ঘর ১০. যাদুকর ১১. হাল্কা করে দেওয়া ১৫. পেট ভরানোর উপকরণ ১৭. ময়ূরপুচ্ছ ১৮. সমারোহ ২০. মশক

সমাধান ২৬৯ — পাশাপাশি: ১. অবারিত ৪. গর্জন ৬. নুন ৭. পয়লা ৮. মন ৯. ঘর ১০. ধবল ১২. কপট ১৪. রায়ত ১৫. লকট ১৭. গেহ ১৮. রক ১৯. বাঁদর ২০. খাট ২১. স্তবক ২২. দমদম

ওপর-নিচ: ১. অনুরোধ ২. বান ৩. তপন ৪. গলা ৫. নজর ৮. মলয় ৯. ঘটক ১১. বরাহ ১৩. পলক ১৬. টমটম ১৭. গেরস্ত ১৮. বরদ ১৯. বাঁক ২০. খাদ

আজকের দিন

■ **১৯৯৬** — স্পেস শাটল আটলান্টিস রাশিয়ান স্পেস স্টেশনে ডক করার জন্য STS-79 মিশনে যাত্রা শুরু করে।

■ **২০২২** — মিয়ানমারের সাগাইং অঞ্চলে একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে বার্মিজ সামরিক বাহিনী আট শিশুসহ ১৩ গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

জন্মদিন

১৯১৪ *প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলালের জন্মদিন।*

১৯১৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষ্মীর জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি চিদাম্বরমের জন্মদিন।*

পি চিদাম্বরম

আমেরিকার একাধিপত্যেই মোদীর বার্তা

ব্রিকস মঞ্চে ভারতের কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট

কণাদ দাশগুপ্ত

কূটনীতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা অনেক সময় উচ্চারিত হয় পরোক্ষে। কোনও দেশের নাম না করেও তার নীতির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। দিল্লিতে অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' সেই কাজটিই করেছে। একতরফা শুল্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার বিরোধিতা, আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার, নিরাপত্তা পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো এবং স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য বাড়ানোর পক্ষে অবস্থান;সব মিলিয়ে আমেরিকা-নির্ভর বিশ্বব্যবস্থার একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে ব্রিকস। কিন্তু এর তাৎপর্য কেবল ওয়াশিংটনের জন্য অস্বস্তি নয়। আসল সাফল্য হল, ভারত কোনও শিবিরে না গিয়েও এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে নিজের জায়গাটি তৈরি করতে পেরেছে।

ভারতে আয়োজিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ঘোষণাপত্রে একতরফা শুল্ক ও বাণিজ্যিক বাধার বিরোধিতা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য ও প্রতিনিধিত্বশীল করার কথাও বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে ব্রিকস। ভারত ও ব্রাজিলের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবিকেও সমর্থন করেছে চিন ও রাশিয়া।

রাজনৈতিক তাৎপর্যটি এখানেই। এটি আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনও সরাসরি জোটের ঘোষণা নয়; বরং আমেরিকা-নির্ভর ব্যবস্থার বাইরে বিকল্প পরিসর তৈরির প্রয়াস। ভারত একই সময়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। আবার রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একতরফা শুল্কনীতি ও নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করছে। অর্থাৎ নয়াদিল্লির লক্ষ্য কোনও একটি শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ যুক্ত করা নয়, বরং একাধিক শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে নিজের দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো।

এই কৌশলগত ভারসাম্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনীতির বড় সাফল্য। ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেও মস্কোর সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি-সম্পর্ক বজায় রাখা, চিনের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও ব্রিকসের মঞ্চে সহযোগিতা করা;এই সমীকরণে ভারতের স্বাধীন অবস্থানটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'শিবির' বেছে নেওয়াই ছিল শক্তির পরিচয়। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। একাধিক শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের স্বার্থ আদায় করাই নতুন কূটনৈতিক দক্ষতা। দিল্লি সেই পরীক্ষায় আপাতত যথেষ্ট সফল।

শুল্কের প্রশ্নটি তাই শুধু অর্থনীতির নয়, ক্ষমতারও। শক্তিশালী কোনও দেশ নিজের বাজারের গুরুত্ব ব্যবহার করে অন্য দেশের উপর শুল্ক চাপালে তার প্রভাব উৎপাদন, বিনিয়োগ, সরবরাহ-শৃঙ্খল এবং পণ্যের দামে পড়ে। ফলে একতরফা শুল্কনীতির বিরুদ্ধে ব্রিকসের অবস্থান আসলে প্রশ্ন তুলছে;বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ম কি একতরফা ভাবে কোনও শক্তিশালী দেশ নির্ধারণ করবে, নাকি সেই নিয়ম তৈরিতে বৃহত্তর অংশীদারিত্ব থাকবে?

ডলারের উপর নির্ভরতা কমানোর প্রশ্নটিও সেই বৃহত্তর বিতর্কের অংশ। স্থানীয় মুদ্রায় সীমান্ত-পার বাণিজ্য ও লেনদেন বাড়ানোর পক্ষে ব্রিকসের অবস্থান রয়েছে। তবে এটিকে 'ডলার বাতিলের' উদ্যোগ বলা ঠিক হবে না। ভারত কোনও অভিন্ন ব্রিকস মুদ্রার পক্ষে নেই। বরং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে স্থানীয় মুদ্রা এবং দ্রুততর আন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছে। তবু ডলার-নির্ভরতার বিকল্প পরিসর তৈরির প্রতিটি পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আর্থিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবিটি ভারতের জন্য আরও সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতকের শক্তিসাম্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের কাঠামো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, সেই প্রশ্ন বহু দিন ধরেই রয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ জনসংখ্যা ও অর্থনীতির দেশ হয়েও ভারত এখনও স্থায়ী সদস্য নয়। ব্রিকসের ঘোষণাপত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে সমর্থন তাই দিল্লির দীর্ঘদিনের দাবিকে আরও শক্তিশালী করে।

আর ব্রিকস নিজেই যে কোনও ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম-বিরোধী জোট নয়, সেটিও মনে রাখা প্রয়োজন। ভারত ও চিনের সীমান্ত সমস্যা রয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের সংঘাত চলছে, ইরান- আমেরিকা সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ। আবার ব্রিকসের কিছু সদস্য আমেরিকার ঘনিষ্ঠ অংশীদার। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি অভিন্ন ঘোষণাপত্রে ঐকমত্য তৈরি হওয়া দেখাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ক্ষমতার পুরনো কাঠামোর বাইরে নতুন সমঝোতার জায়গা তৈরি হচ্ছে।

ভারতের কৌশল সেখানেই আলাদা। ব্রিকসকে পশ্চিম-বিরোধী মঞ্চে ঠেলে না দিয়ে তাকে শক্তিশালী করা, আবার পশ্চিমের সঙ্গেও সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা;এই দ্বৈত ভারসাম্য সহজ নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই ভারসাম্যকেই কূটনৈতিক সম্পদে পরিণত করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা আছে, কিন্তু আনুগত্য নেই; রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কিন্তু তার প্রতিটি অবস্থানের সঙ্গে একাত্মতা নেই; চিনের সঙ্গে সংঘাত আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার দরজাও বন্ধ নয়।

সুতরাং এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি মোদী, পুতিন ও শি জিনপিংকে একই ফ্রেমে দেখা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল, ভারত একই সঙ্গে একাধিক শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের কৌশলগত পরিসর বাড়াচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করেও তার একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলা, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও ইউক্রেন প্রশ্নে সংলাপের পক্ষে থাকা এবং চিনের সঙ্গে সীমান্ত-সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা করা;এই বহুমুখী অবস্থানই দিল্লির নতুন শক্তি। তবে ঘোষণাপত্র আর বাস্তব শক্তি এক নয়। একতরফা শুল্কের বিরোধিতা করা সহজ; সেই শুল্কের অভিঘাত সামলানোর মতো বিকল্প বাজার তৈরি করা কঠিন। ডলারের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা সহজ; তার কার্যকর বিকল্প আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা অনেক কঠিন। নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি তোলা সহজ, সংশ্লিষ্ট সব শক্তির সম্মতি আদায় করা কঠিন। অতএব ব্রিকসের সাফল্যের পরবর্তী পরীক্ষা ঘোষণাপত্রের ভাষায় নয়, তার বাস্তবায়নে।

সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনীতির চূড়ান্ত বিচার হবে। তবে আপাতত দিল্লির অবস্থানটি যথেষ্ট স্পষ্ট, ভারত আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক চায়, কিন্তু আমেরিকার শর্তে বিশ্বব্যবস্থা চলুক;তা মেনে নিতে রাজি নয়। নরেন্দ্র মোদীর কৌশলগত সাফল্য হল, এই অবস্থান জানাতে গিয়ে ভারতকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের অংশ হতে হয়নি। বরং একাধিক শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই নিজের প্রভাব ও দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর পথটি আরও প্রশস্ত হয়েছে। ব্রিকসের দিল্লি সম্মেলনের আসল কূটনৈতিক বার্তা সম্ভবত এটাই।

দুর্নীতি বা অপরাধ চক্রকে আড়াল করলে ন্যায়বিচার পাওয়া দুরূহ

শান্তনু রায়

আর জি কর কাণ্ডে সাক্ষ্য প্রমাণাদি লোপাটের উদ্দেশ্যে নিহত পড়ুয়া ডাক্তারের মা-বাবার অনুমতির অপেক্ষা না করে এবং তাঁদেরকে দেহ ভালোভাবে দেখতে না দিয়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিভাবে তড়িঘড়ি করে দেহ 'সৎকার' করার নামে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে শুরু হওয়া নতুন মামলায় এফ আই আরএ নাম থাকা অন্যতম আসামী পানিহাটি পুরসভার পলাতক প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে'ও অবশেষে গ্রেফতার হলেন বেঙ্গালুরু থেকে । মোবাইল এর সিম ও বাসস্থান বারবার বদল করে এবং এ রাজ্য থেকে পালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। আপাতত তিনি পুলিশ হেপাজতে। উল্লেখ্য ঐ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এর আগে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও তার ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও তাঁরা ইতিমধ্যে জামিন পেয়ে গেছেন এই মামলায়।

এদিকে আশা-নিরাশায় দোলার মাঝে দেখতে দেখতে ঘটনাবহুল দু'বছর পার করে - আবার এক ৯ই আগস্ট এসে চলে গেল ।দু'বছর আগের ঐ অভিশপ্ত দিনে এ মহানগর সকাল হতে না হতেই আঁতকে উঠে স্তম্ভিত হয়েছিল এক হাড়হিম করা ঘটনার অভিঘাতে- এ নগরীরই এক সুপরিচিত সরকারি হাসপাতালের সেমিনার রুমে ঐ হাসপাতালে কর্তব্যরত পড়ুয়া মহিলা চিকিৎসকের রক্তাক্ত অর্ধনগ্ন মৃতদেহ পাওয়ার সংবাদে। পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। ঘটনার পৈশাচিকতায় বিমূঢ় নাগরিক সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

সাহসী 'রাত দখলে'র আহ্বানের সারা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল ভ্রষ্টাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরল এক জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গও। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগানে মুখরিত মধ্যরাতে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই রাজ্যের বাইরে দিল্লি মুম্বাই পুনে হায়দ্রাবাদ এমনকী সুদূর আটলান্টা থেকে হিউসটন প্রায় একই সময় মোমবাতি হাতে পথে নামা জনসমুদ্রে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার স্বীকৃত ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দাবিই নতুন করে যেন উচ্চারিত হয়েছিল সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল হাসপাতালের সুপারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অসাধু চক্র ঐ হাসপাতাল ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জাঁকিয়ে বসা ব্যাপক দুর্নীতিক্রের কথা কোনভাবে ঐ পড়ুয়া চিকিৎসক জেনে ফেলায় তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেই ওরকম নৃশংসভাবে খুন করে সাক্ষ্য প্রমাণাদি লোপাটের উদ্দেশ্যেই তাঁর দেহ তাড়াহুড়ো করে সৎকার করা হয়েছিল উচ্চ প্রশাসনিক নির্দেশে। এই সূত্রেই এসেছিল মেডিকেল কলেজ গুলিতে গজিয়ে ওঠা দুষ্টচক্রের 'থ্রেট কালচার' এর মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিজেদের তাবে এনে হাসপাতালে হাসপাতালে মায় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল তৈরি করার কাজে বহুদিন ধরে ব্যাপৃত থাকার অভিযোগও।

ঘটনার তদন্তভার সিবি আই এর হাতে ন্যস্ত হওয়ার আগেই সেমিনার হলের একাংশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল অকুস্থলের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যেই।এরপরেও ১৪ তারিখ রাত্রে আবার আক্রমন চালিয়ে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছিল ওই একই উদ্দেশ্যে।

প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে অতিতৎপর রাজ্য প্রশাসনের আচরণ ছিল চরম অসংবেদনশীল ও দমনমূলক । ন্যায়বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র সমাজের অরাজনৈতিক ব্যানারে 'নবান্ন চলো' অভিযানেও চলেছিল লাঠি জলকামান টিয়ার গ্যাস -ঝরেছিল রক্ত।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এবং ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যেই তদন্তভার সিবি আই এর হাতে গেলেও রাজ্য পুলিশের হাতে

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ধৃত সঞ্জয় রায় (রাই) ছাড়া আর কাউকে গ্রেপ্তার করেতে পারেনি সিবি আইও ।যদিও সকলেরই ধারণা সঞ্জয় হোক বা অন্য কোন একজনের একার পক্ষে ওইভাবে দুষ্কর্ম ও হনন সম্ভব নয়। আলোড়ন তোলা ঐ অপরাধ কাণ্ডে রাজ্যের অধিকাংশের-হয়ত দেশেরও অনেকের সাগ্রহ নজর ছিল বিভিন্ন দিনে শীর্ষ আদালতে শুনানির দিকে যেমন তেমনই শিয়ালদহ আদালতে ধৃত সঞ্জয় রাই এর বিচারের রায়ের দিকে। সি বি আই তদন্তে যে রাজ্যসরকারের আচরন বরাবর ছিল অসহযোগিতামূলক একমাত্র আসামীর আজীবন কারাবাসের রায় ঘোষণার পর তারাই ফাঁসির আদেশ 'আনতে' ছুটেছিল হাইকোর্টে। আবার নিম্ন আদালত আসামীর ফাঁসির আদেশ না দেওয়ায় বুঝে না বুঝে বিতর্ক শুরু হয়েছিল বিভিন্ন পরিসরে-ঘটনা কি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' শ্রেণীতে পড়ে না।যদিও এক্ষেত্রে সে বিতর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজ্য প্রশাসনের আচরণ।তারা যেন আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিল কে অপরাধী এবং তাকে কত তাড়াতাড়ি ফাঁসি দিয়ে দেওয়া যায় -হয়ত পর্দার আড়ালে থাকা শয়তানদের বাঁচাতে। অভিযোগ সেই অনুযায়ীই তদন্ত হয়েছে এবং সিবি আই তদন্তভার নেওয়ার আগে যে সময় পাওয়া গেছে তাতে যতটা সম্ভব সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে ,পরেও চেষ্টা হয়েছে ।

তদন্তের গাফিলতি ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় নির্যাতিতার পরিবার সমালোচনা ও কটাক্ষের সম্মুখীন রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের দ্বারা যারা ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরও দুঃখিত লজ্জিত না হয়ে ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিদার প্রতিবাদীদের আক্রমন করে গেছেন লজ্জাহীনভাবে।

প্রসঙ্গত আর জি কর কাণ্ডে রায় ঘোষণার পরেও নির্যাতিতার পরিবার ছাড়াও সাধারণভাবেই প্রতিক্রিয়া যে ঘটনার যথাযথ তদন্তই হয়নি সিবি আই এর হাতে তদন্তভার যাওয়ার পরও। ওই মামলার রায়েও ঘটনার যে যথাযথ তদন্ত হয়নি বা তদন্তে যে গাফিলতি ছিল তার উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে ঘটনার সা্ক্ষ্য প্রমাণাদি লোপাটের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ তদন্ত করে আইনে সোপর্দ না করে আসামীর ফাঁসির দাবিতে রাজ্য প্রশাসন ও সিবি আই এর ত্বরিত ও অতিসক্রিয়তার প্রতিযোগিতাও অস্বাভাবিক ঠেকেছে সকলের কাছেই।ঘটনার সময় এবং তার অব্যবহিত আগে-পরে সেখানে কারা উপস্থিত ছিল ও কেন এবং ১৪ই আগস্ট রাতে কার নির্দেশে ও কেন হাসপাতালে ভাঙচুর হয়েছিল ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছিল সমাজ পরিসরে যার উত্তর আজও অধরা।অতএব বীভৎস ভাবে খুন হওয়া পড়ুয়া ডাক্তার মেয়েটির হতভাগ্য পরিবার কি আদৌ বিচার পেল- অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আইনে সোপর্দ করা গেল ? সত্য কি প্রকাশ পেল ?

কোন কোন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঘটনার পর শীর্ষ আদালতের ভূমিকা নিয়েও ।যা হয়ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা ইদানীং প্রায়শ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ,সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর এবং বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয় ও দেশের শীর্ষ ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন রায়ের প্রেক্ষিতেও।

আর জি কর ঘটনা নিয়েও শীর্ষ আদালতের বিভিন্ন পদক্ষেপে ,কখনও অতিসক্রিয়তা কখনো মূল ইস্যুর শুনানীতে তুলনায় কম গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষিতে সংশয় জাগেনি তা নয়। ঐ ঘটনার তদন্তভার সিবি আই উপর ন্যস্ত করে কোলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশের পরপরই তড়িঘড়ি শীর্ষ আদালত এক ছুটিরদিনেই (রবিবার) বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত (স্যুয় মটো) হয়ে গ্রহণ করে কোন পক্ষের আবেদন বিনাই, শুনানীর দিন ধার্য করে, যদিও ধার্য দিনগুলিতে দীর্ঘ শুনানীকালে হাসপাতালের এক শক্তিশালী দুষ্টচক্র দ্বারা সংঘটিত ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম গুরুত্ব পেয়েছে। উল্লেখ্য দীর্ঘ প্রায় ১৬ মাস পর শীর্ষ আদালত থেকে মামলাটি শুনানীর জন্য আবার ফিরে এসেছে গত ডিসেম্বরে কোলকাতা হাইকোর্টেই শুনানীর জন্য। ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে একমাত্র আসামীকে দোষী সাব্যাস্ত করে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামলাও হাইকোর্টে বিচারাধীন।যদিও প্রায় সকলেই মনে করেন -সংঘটিত অপরাধ একজনের একার দ্বারা করা সম্ভব নয় । তাই প্রশ্ন উঠছে আইনীচর্চায়, সেদিন কি শীর্ষ আদালতের পক্ষে এত জরুরি ছিল এক ছুটির দিনে স্বতঃ প্রণোদিত হস্তক্ষেপের -কোন আইনী স্বার্থে সে পদক্ষেপ? দেশের শীর্ষ আদালতের ওই অতি সক্রিয়তায় আসলে কার লাভ হল বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো?

আর জি করের ঘটনার তদন্তের গতিপ্রবাহ দেখে হতাশ অনেকের হয়ত মনে হতেই পারে প্রায় সাড়ে চার দশক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিটির বিশিষ্ট চরিত্র পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ মিত্রের মত তদন্তকারী অফিসার চলচ্চিত্রেই সম্ভব , বাস্তবে নয়।

সবরকম চেষ্টা করেও তৎকালীন রাজ্য সরকারের প্রমাণলোপাট করে তদন্তে অসহযোগিতায় এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তেও সঙ্গত কারণেই অসন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার । কেন্দ্রীয় শাসকদলের হয়ে নির্বাচনে সফল হলে হয়ত মেয়ের এই মর্মান্তিক পরিণতির রহস্য উদ্ঘাটন ও আরো যারা ওই ঘটনায় জড়িত তাদেরকেও আইনের কাছে সোপর্দ করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে তদন্ত ঠিক মতো হয় তা সুনিশ্চিত করার আশায় মা অবশেষে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়ে ইতিমধ্যে পানিহাটি থেকে বিধায়িকা।তবে তিনি কতখানি সফল হবেন তা ভবিষ্যতই বলবে । তিনি অবশ্য সম্প্রতি বলেছেন- এখনো আশা করে আছি।

রাজ্যের নতুন সরকার আসার পর ইতিমধ্যেই আরজিকর ফাইল পুনরায় খোলা হয়েছে এবং আর জি কর কাণ্ডে প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতি,তথ্যপ্রমান লোপাট এবং অভয়ার পরিবারকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক আদেশে কোলকাতার তৎকালীন নগরপাল,উপনগরপাল(কেন্দ্রীয়)এবং উপনগরপাল (উত্তর)কে নিলম্বিত(সাসপেন্ড)করেছে।অতি সম্প্রতি নতুন সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের রহস্যউদ্ঘাটনে ও অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানে নিজের দায়বদ্ধতা আবার একবার আবেগঘন ভাষায় ব্যক্ত করার পর তাঁরই নির্দেশে নতুন মামলা শুরু হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিভাবে তাড়াহুড়ো করে দেহ 'সৎকার' করার অভিযোগে ।

অন্যদিকে ঘটনার প্রায় এক বছর ন'মাস পরে গত এপ্রিলে কোলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের শুধু সেমিনার হল নয় অবিলম্বে গোটা ঘটনাস্থল সিল করার আদেশে এবং সিবি আই কে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় সহ অন্য সন্দেহভাজন্দের নতুন করে জেরা করার অনুমতিদানে আর জি কর কাণ্ডে এক নতুন মোড় নিয়েছে। সিবি আইও তদন্তকারী অফিসার বদল করে নতুন করে 'সিট' গঠন করলেও প্রশ্ন উঠছে ঘটনার এতদিন পর ঘটনাস্থলে আর কি তথ্য পাওয়া যাবে বিশেষত সেমিনার হলের একাংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে। অতি সম্প্রতি হাইকোর্টে মামলার শুনানীকালে মাননীয় বিচারপতিরাও কড়া ভাষায় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন-আর কতদিনে বিচার।

পরিশেষে,কোন গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও নতুন আইন পাশ করার চমক দেখানোর চেয়ে অধিক জরুরী ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও ।নাহলে ন্যায় বিচার যে অধরা থেকে যায় তার নজির হিসেবে ১৪ বছর আগের পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডের মামলার পরিণতি বা সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস হত্যা মামলা কিংবা কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও খুনের মামলা এবং আরও একাধিক মামলার উল্লেখ করা যায়।এমনকি পূর্বতন ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারা বা বর্তমান ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৫৮ ধারা প্রয়োগের পূর্বশর্ত হিসাবে যে ধরণের সাক্ষ্য প্রমানাদি আদালতের সামনে আসা প্রয়োজন,কাউকে বাঁচাতে বা আড়াল করতে ইচ্ছাকৃত প্রশাসনিক গাফিলতি বা সাক্ষ্য লোপাটের বৃহৎ ষড়যন্ত্রে পরিকল্পিত অপচেষ্টায় তেমনটি সম্ভব নাও হতে পারে।যদি রাজ্য প্রশাসন দুর্নীতি চক্রকে আড়াল করতে, তাদের অপরাধ গোপন করতে মরীয়া হয় কোন এক রহস্যজনক কারণে তবে ন্যায়বিচার পাওয়া নিঃসন্দেহে দুরূহ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু আর জি কর মামালায় এতদিন তারাও সে দায়িত্ব পালন করেনি বলেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে সমাজ পরিসরে। এ অভিজ্ঞতায় ইদানীং আরও একটি প্রশ্ন জাগছে অনেক মনে- প্রতিপক্ষীয়(থত্মডব্রন্স্হ্থথ্ঠ) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কোন ফাঁক গলে ন্যায়বিচার কি ক্রমশ অধরা হয়ে পড়ছে কোন রাজ্যপ্রশাসনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসহযোগিতা ও অন্য কোন নিয়ামক শক্তির সাথে তাদের যোগসাজশে? যাহোক আর জি কর কাণ্ডে সত্য কি আদৌ প্রকাশ পাবে ও ন্যায়বিচার সম্ভব হবে-সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে আপাতত অপেক্ষা বিনা গতি নেই।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

দোষগুণ বিচার করে ভালোবাসা হয় না। গুণী হলেই কারও ভালোবাসা মেলে না, তা মেলে মননের মিলনে, স্বভাবের ধর্মে। এজন্য কারও ভালোবাসা না পেলেই মন খারাপ করতে নেই। সোনা-রূপা বা হিরে হলেও চুম্বক আকৃষ্ট হয় না, তার লোহাই চাই।

কোট-আনকোট

চন্দ্রনাথকে খুন করতে শুটার এবং তাঁদের যাঁরা সুপারি দিয়েছিলেন তেমন সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার যেটুকু জানা আছে, ওকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দু'কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই টাকা সরবরাহের কাজ ভাইপো গ্যাং করেছে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুগলিতে দুর্গাপুজোয় চলবে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বিভিন্ন জায়গায় এবার দুর্গাপুজোর সময় খাবারের স্টলেও হানা দেবেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ের প্রক্রিয়া পাশ করতে না পারায় বহু হোটেল ও রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। খাবারের গুণমান ঠিক না থাকলে সেই সব স্টল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে হুগলি জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করেছেন, গত কয়েক বছর ধরেই এই কাজ হয়ে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। দুর্গাপুজোর সময় অনেকেই বাইরে খাওয়া-দাওয়া করেন। সেই খাবারের মান যদি ঠিক না থাকে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সে কথা মাথায় রেখেই জনস্বার্থে পুজোর সময়ও খাবারের স্টলে ও দোকানে অভিযান চালানো হবে। সম্প্রতি হাওড়ার লিলুয়ায় এক অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ধর্মীয় গুরু ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী তথা বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য, 'দুর্গাপুজোর সময় যাঁরা মাছ-মাংস খান, তাঁরা পাপী।' ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই আবহে দুর্গাপুজোর সময় অস্থায়ী ফুড স্টলে খাবারের গুণমান যাচাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আতঙ্কিত অনেকে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুজোর সময়ে বিভিন্ন খাবারের স্টলে তল্লাশি চালানোর জন্য পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দুর্গাপুজোর সময় যে সব অস্থায়ী ফুড স্টল হল, সেখানকার খাবারের মান যাচাই করবেন। এই বিষয়ে বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হবে। দুর্গাপুজো হোক, কালী কিংবা জগদ্ধাত্রী, বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে অনেকে রাস্তার ধারে অস্থায়ী ফুড স্টল দেন। দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপের আশপাশে এই ধরনের খাবারের স্টল দেখতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত স্টলে দেদার বিকোয় বিরিয়ানি, এগরোল, চিকেন ও মটন রোল, চাউমিন, মোগলাই, ফ্রায়েড রাইস-সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, অস্থায়ী ফুড স্টলের মালিকদেরও নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে। পুজোর স্টলে যে সব খাবার বিক্রি হবে, তাতে ক্ষতিকারক কোনও রং কিংবা রাসায়নিক মেশানো যাবে না। বাসি ও পচা খাবার বিক্রি করা যাবে না। বিরিয়ানি বিক্রেতা বলেন, 'আমরা খাবার মজুত রাখি না। ক্রেতার সামনেই বিরিয়ানি, চাউমিন, মোগলাই, রোল তৈরি করে দিই। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দোকান চালাই।' জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, 'খাবারে ভেজাল মেশানো কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুজোর সময়ও অভিযান চলবে।'

সরকারি অর্থে নির্মিত জলাধার বছর ঘুরতেই ধসে চুরমার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: সরকারি অর্থে তৈরি জলের ট্যাংকি কি তবে 'নজরদারির অভাবে' ভঙ্গুর নির্মাণের নজির? নির্মাণের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের নবীনগঞ্জ এলাকায় হঠাৎ ভেঙে পড়ল ২০০০ লিটারের জলের ট্যাংকি। ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং যথাযথ নজরদারির অভাবেই এত অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়েছে জলাধারটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ১৬৭ টাকা ব্যয়ে জলাধারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণের সঙ্গে সন্তোষ সরদারের নামও উঠে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, নথি অনুযায়ী ২০২৫ এর ৫ মে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। অথচ বছর ঘুরতেই জলাধার ভেঙে পড়ায় সরকারি প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় বিষয়, ট্যাংকি ভেঙে পড়ার সময় আশপাশে কেউ না থাকায় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু ট্যাংকি ভেঙে পড়ার ধরন দেখে স্থানীয়দের প্রশ্ন, জনবহুল এলাকায় এমন নির্মাণ যদি আচমকা ভেঙে পড়ে, তার দায় নেবে কে? গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক সদস্যের তত্ত্বাবধানেই নির্মাণকাজ হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই জলাধারের উপর নির্ভর করতেন নবীনগঞ্জের প্রায় ১০০ থেকে ২০০টি পরিবার। ফলে ট্যাংকি ভেঙে পড়ায় পানীয় জল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জল নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। দীনেশ সরদার, গীতা সরদার-সহ স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নতুন জলাধার তৈরি করে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। একই দাবি জানিয়েছেন ১১৪ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি অপূর্ব সরদারও। সরকারি টাকায় তৈরি জলাধার এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে ভেঙে পড়ল, নির্মাণের মানই বা কেমন ছিল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, জনগণের প্রয়োজনের জলাধার যদি নিম্নমানের কাজে ভেঙে পড়ে, তাহলে সরকারি অর্থ খরচের হিসাব ও জবাবদিহি কোথায়?

ফের খুলল তারকেশ্বরের মুক্তারপুরের চানাচুর কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুজোর মুখে কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় শতাধিক শ্রমিক। অবশেষে ফের খুলল তারকেশ্বরের মুক্তারপুরের চানাচুর কারখানা। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানের পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাসপেন্ড করা হয়েছিল লাইসেন্স। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল উৎপাদন। উল্লেখ্য, হুগলিতে ওই চানাচুর কারখানায় গেলে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বংশীবদন দোলুইয়ের সঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের তীব্র বচসা হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নথিপত্র, লাইসেন্স-সহ একাধিক নথিপত্র দেখাতে পারেননি দাবি করে কারখানার লাইসেন্স সাসপেন্ড করে উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে বংশীবদনের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় দায়ের হয় এফআইআর। পুজোর মুখে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েন শতাধিক শ্রমিক। এ দিন কারখানা চালু হওয়ায় তাঁরাও খুশি। কারখানায় ১৫০ থেকে ২০০ জন কাজ করেন জানিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বংশীবদন দোলুই বলেন, ' সোমবার কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দিয়েছেন। তাই উৎপাদন চালুর ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।' তবে উৎপাদন শুরু হলেও আইনি প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না।

বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভে চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের কারও দু'মাস, কারও তিন মাসের বেতন বাকি বলে অভিযোগ। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও ফি কালেক্টরদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে বলে দাবি। পুজোর আগে বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে পুরসভার গেটে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন কর্মীরা। এক মাসের বেতন দ্রুত মেটানোর ভাবনাচিন্তা করা হবে, জানান চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। মাসের পর মাস বেতন নেই। উৎসবের মরশুমেও অনিশ্চয়তার মেঘ। প্রতিবাদে মঙ্গলবার হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভায় বিক্ষোভ দেখান অস্থায়ী কর্মীরা। চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ এদিন অস্থায়ী কর্মীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'আন্দোলনকারীদের আড়াই মাস মাইনে বাকি। আমরা এক মাসের মাইনে মিটিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছি। এখানে প্রায় আড়াই হাজার কর্মী আছেন। প্রায় ৬ কোটি টাকা লাগবে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাব, আরও কিছুটা টাকা পুজোর আগেই যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায়।' বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী, ফি কালেক্টররা তিন মাস বেতন পাননি। অফিসে যাঁরা কাজ করেন, সাফাই কর্মী থেকে গার্ড, পিওন, অ্যাম্বুল্যান্স ও গাড়ির চালকরা দু'মাস বেতন পাননি। পুজোর আগে হাত ফাঁকা। সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠছে, পুজোর কেনাকাটা তো দূরের কথা। অস্থায়ী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে রাধেশ্যাম শঙ্খবণিক বলেন, 'এর আগেও আমরা আন্দোলন করেই এই হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভায় বেতন আদায় করেছি। বর্তমানে ফুল বদল হলেও, পুরসভার ট্র্যাডিশন এখনও একইভাবে বজায় রয়েছে। আজও বেতন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমাদের বাধ্য হয়ে অবস্থানে বসতে হয়েছে।' এ বিষয়ে বিধায়ক সুবীর নাগের বক্তব্য, 'যতক্ষণ না আমাদের হাতে বোর্ড আসছে, আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

জলে ডুবে মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়ালো অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুল এলাকায়। মৃত শিবম পাল (১৭) ও প্রথম দাশগুপ্ত (১৭) অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল লাগোয়া পুকুরে মাছ ধরতে নেমে তলিয়ে যায় ওই দুই ছাত্র। পাড়ে থাকা অন্য দুই ছাত্র এলাকার বাসিন্দাদের দৌড়ে গিয়ে জানালে তারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। প্রথমে উদ্ধার করা হয় প্রথম দাশগুপ্তকে তার কিছুক্ষণ পর উদ্ধার হয় শিবম পাল। দু'জনকেই অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। এলাকার বাসিন্দারা স্কুল লাগোয়া পুকুর পাড়ে বাউন্ডারি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

বানগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ
ঠিকানা : বানগড়িয়া,পোঃ- ভোলাভাঙ্গা, নদিয়া ।
নিবন্ধন সংখ্যা (Regisration) : ১৫ তারিখ : ১১.০৬.১৯৫২
স্মারক সংখ্যা : ০১/বান / এআরও তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬.
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিঃ

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক, নদীয়া রেঞ্জ তথা নদীয়া রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৫২৫ তারিখ ০৯.০৮.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বানগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২১.০৯.২০২৬ তারিখ হতে ২৫.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১-০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩-০ ঘটিকা'র মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২-০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৩-০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার বানগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ-এর দ্বারা সমিতি'র অফিস-গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে শুনানি শেষে সমিতি'র নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ: ১৫.০৯.২০২৬

স্বাঃ/- শ্রী উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল
সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বানগড়িয়া সমবায় সমিতি লিঃ

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
সোমরস আয়ুর্বেদিক ভবন প্রা. লি. (CIN : U24233WB1983PTC036949), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬-এ অবস্থিত-এর বিষয়ে
...আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ঝাড়খণ্ড রাজ্য**"-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক -এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে কোম্পানি।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা **কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-এর কাছে সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আপত্তিপত্র পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬।
সোমরস আয়ুর্বেদিক ভবন প্রা. লি.- এর পক্ষে
বিদ্যা জয়সওয়াল
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিআইএন-০০৭৫৫৪৬২

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
লক্ষ্মী সিনেপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U92120WB1981PTC033470), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
...আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ঝাড়খণ্ড রাজ্য**"-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য গত ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী কোম্পানির সংঘ স্মারক-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে কোম্পানি।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা **কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-এর কাছে সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আপত্তিপত্র পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট ১ম ফ্লোর, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬।
লক্ষ্মী সিনেপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
মনীশ জয়সওয়াল
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিআইএন -০০৭২৫২৬৫

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড
CIN : U91990WB1946GAP013261
রেজি. অফিস : ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : admin@hindusthanclub.com,
ওয়েবসাইট : www.hindusthanclub.com
ফোন : ০৩৩ ৪০১৭ ৫৫৫৫

৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং
রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড ('ক্লাব' বা 'কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এ অবস্থিত এর নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
২. ২০২৬ সালের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এটি ক্লাবের ওয়েবসাইট **www.hindusthanclub.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ ০৫.০৯.২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
৩. সাধারণ সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৮০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে :
ক. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে;
খ. রিমোট ই-ভোটিং **২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ১০.০০ টায়)** শুরু হবে;
গ. রিমোট ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ০৫.০০ টায়)** শেষ হবে;
ঘ. বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হয়ে সভায় এজেন্ডা নং ২ গ্রহণ করা পর্যন্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মটি পুনরায় সক্ষম করা হবে;
ঙ. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬;**
চ. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে সমস্ত ব্যক্তিরা ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তারা যেভাবে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি এবং তাই এটি প্রযোজ্য নয়;
ছ. সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে অ) ভোট দেওয়ার জন্য উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক একটি রেজোলিউশনের উপর একবার ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না; আ) এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে; এবং ই) যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ক্লাবের ওয়েবসাইট **www.hindusthanclub.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ রয়েছে। জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **https://www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা **evoting@nsdl.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৩য় ফ্লোর, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং- সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৫১-এর সাথে নির্ধারিত ই-মেইল **evoting@nsdl.com** বা **pallavid@nsdl.com**-এ অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। সদস্যরা ক্লাবের নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায়ও লিখতে পারেন।

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কমল ঘিলানি
তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬ অনারারি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা ডিআইএন :০৬৯৬০২৮৮
ডিরেক্টর/অনারারি সেক্রেটারি

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬
টেলিফোন : (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫২৮/৫৫১৮, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com
ইমেল : niccopark@niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি গত বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -এর মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ইমেলের মাধ্যমে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, যে সমস্ত সদস্যরা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) বা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন; ১৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে। যে শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের অনুগ্রহ করে নিজ নিজ ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার এবং এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য ক্লায়েন্ট মাস্টারের একটি স্ক্যান করা কপি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, raja.m@niccoparks.com বা ankit@niccoparks.com-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২২ এবং ২০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। তবে, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা সকল ব্যক্তি (যে সমস্ত সদস্যরা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিগুলির কাছে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন না করার কারণে এই বিজ্ঞপ্তিটি পাননি তাদের সহ) এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী নিচে গণনা করা হলো -
(ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি)।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
(ঘ) কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের ইক্যুইটি শেয়ার ধারণের অনুপাতে তাদের ভোটাধিকার থাকবে।
(ঙ) ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার পরে ইলেকট্রনিক মোডে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যে কোনো সদস্য যিনি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাননি, তিনি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, raja.m@niccoparks.com বা ankit@niccoparks.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে তা পেতে পারেন। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.niccoparks.com থেকেও ডাউনলোড করা যেতে পারে। অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে আমাদের সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করুন যারা এই বিষয়ে অন্যান্য যোগাযোগ মিস করেছেন বা পাননি এবং প্রস্তাবিত রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে শ্রী পি. ভি. সুব্রহ্মণ্যন (সি.পি. নং ২০৭৭ এবং এসিএস ৪৫৮৫), সার্বক্ষণিক অনুশীলনে থাকা কোম্পানি সেক্রেটারি-কে নিয়োগ করেছে।

চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে হোস্ট করা হবে এবং যে এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তাকেও জানানো হবে এবং ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ করা হবে।

কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০-২২২-৯৯০-এ কল করতে পারেন বা evoting.nsdl.co.in ইমেইলে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন; টেলিফোন নং +৯১-২২-২৪৯৯ ৪৫৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০।

বোর্ডের আদেশে
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬ আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং : ৬৪৭৪১

SBI | **এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)**
সিট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কমলগাজী মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩,
ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

ই-অকশন নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ
ই-মেইল- sbi.64202@sbi.co.in
নাম: শ্রী মন্টু কুমার মন্ডল, মোবাইল: 9674712869

বাজেয়াপ্ত করা এবং যানবাহন বিক্রির আদর্শ কার্যপ্রণালী অনুযায়ী
যানবাহন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি (অ্যানেক্সার - ১)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৯.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "ইচ্ছুক বিডার ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকাল ০৩.০০ টা পর্যন্ত প্রি-বিড ইএমডি জমা করতে পারেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তির পর এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের তাঁদের নিজেদের স্বার্থে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ আগে থেকেই জমা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২১.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া এবং তার উপর সুদ এবং ব্যয় ও খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য (সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত কোনো আদায় হয়ে থাকলে তা বিয়োগ করে) **২৪.০৯.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং.	অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (জানা দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে)	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট/ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেক এবং মডেল:** টাটা মোটরস ইন্ডিয়া লিমিটেড টাটা পাঞ্চ, **অ্যাকাউন্ট নং:** 44637481309, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB07Y0967, **ইঞ্জিন নং:** REVTRN20KUXMJ6156, **তৈরির বছর:** ২০২৫ **মালিক: প্রবীর কুমার মন্ডল**	**৪,৪৬,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ৪৪,৬০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির **পরিমাণ: ২,০০০/- টাকা**
২.	**মেক এবং মডেল:** জীপ নিউ কম্পাস MODS(02) 4X4 AT **অ্যাকাউন্ট নং:** 42450659808, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB02AU6667, **ইঞ্জিন নং:** 4218452, **তৈরির বছর:** ২০২৩ **মালিক: ঋতম ঘোষাল**	**১৩,৮৭,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ১,৩৮,৭০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির **পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com-এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, "উইন্ডসর হাইটস" ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩ পশ্চিমবঙ্গ,
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ
ই-মেইল- sbi.16286@sbi.co.in
নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, মোবাইল: 9674799156, 9830339907

বাজেয়াপ্ত করা এবং যানবাহন বিক্রির আদর্শ কার্যপ্রণালী অনুযায়ী
যানবাহন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি (অ্যানেক্সার - ১)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৩.০৯.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "ইচ্ছুক বিডার ২২.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা করতে পারেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তির পর এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের তাঁদের নিজেদের স্বার্থে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ আগে থেকেই জমা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২১.০৯.২০২৬ দুপুর ০২.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া এবং তার উপর সুদ এবং ব্যয় ও খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য (সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত কোনো আদায় হয়ে থাকলে তা বিয়োগ করে) **২৩.০৯.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং.	অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (জানা দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে)	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট ও বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেক এবং মডেল:** টাটা মোটরস ইন্ডিয়া লিমিটেড টাটা পাঞ্চ ইভি এডভিলার, **অ্যাকাউন্ট নং:** 44154046929, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB01BD1802, **ইঞ্জিন নং:** TZ180XS91AB25043348, **চ্যাসিস নং:** MAT833021SPDV5623, **তৈরির বছর:** ২০২৫। **মালিক: শ্রী সুরেন্দ্র নাথ তাতওয়া**	**৬,০২,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ৬০,২০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা
২.	**মেক এবং মডেল:** মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, অল্টো কে১০ ভিএক্সআই+, **অ্যাকাউন্ট নং:** 42366296545, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB20BU2024, **ইঞ্জিন নং:** K10CN1199570, **চ্যাসিস নং:** MA3SFM61SPK224651, **রেজিস্ট্রেশনের বছর:** ২০২৩ **মালিক: শ্রী প্রসেনজিৎ মন্ডল**	**২,৪৮,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ২৪,৮০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com -এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Sumaina Khatun, Father's Name - Samim Ali Khan, of Vill - Mohishpur, PS - Kumarganj, Dist - Dakshin Dinajpur [illegible] Who has been missing since [illegible] Height - 4 Feet 5 Inch (Approx). Complexion - Fair. Wearing - Red Churidar. Language - Bengali. Identification Mark - [illegible] Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-2450-6126.

ICA-D [illegible]/2026

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
[illegible]
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
আবেদনকারীর পক্ষে
[illegible]
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫/০৯/২০২৬ ডিআইএন : [illegible]
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :
[illegible], কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১

IDBI BANK | **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট**
CIN : L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮(৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ), আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল সুরক্ষিত পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ০৩.১০.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।
০৩.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ক) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম খ) লোন এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
আসানসোল	**ক) ঋণগ্রহীতা - রাকেশ আগরওয়াল, বিকাশ আগরওয়াল, রিতেশ আগরওয়াল, পুষ্পা আগরওয়াল এবং প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল খ) ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৬২০ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৩৮ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৪৭**	আসানসোল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে থাকা আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৬৪ (এক হাজার ছয়শো চৌষট্টি)-এর অন্তর্গত আর.এস. প্লট নং ২১১৬ (দুই হাজার একশো ষোলো)-এর অনুরূপ, সি.এস. খতিয়ান নং ১৫৭-এর অন্তর্গত সি.এস. প্লট নং ১৮৩৯, আর.এস প্লট নং ২১১৬-এ অবস্থিত ৬ (ছয়) ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা জে.এল. নং ২০, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- হীরাপুর, জেলা- বর্ধমান-এ অবস্থিত। এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আসানসোল, কোর্ট মোড়, কাচারি রোড, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নং- (১৩৮(৫৬/১)) ওয়ার্ড নং-০৩, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং-২০, আর.এস. খতিয়ান নং-৩৯০, সি.এস. খতিয়ান নং-১৪৬, সি.এস. প্লট নং-১৬৫, আর.এস প্লট নং-২১৫৮-এ অবস্থিত (১.৫) ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। বিক্রি হওয়া জমির মোট আয়তন ৪ কাঠা ৯ ছটাকের সমতুল্য ৭.৫ ডেসিমেল এবং এর সাথে উপরোক্ত জমির উপর নির্মিত একটি জি+২ তলা আবাসিক ভবন, যা **পুষ্পম নিবাস** নামে পরিচিত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ওয়ার্ড নং-০৩, কাচারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে** - লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- রাস্তা, **পূর্বে**- অম্বালিকা টাওয়ার, **পশ্চিমে** - লর্ডস টাওয়ার।	ক) ৩০/১২/২০২৩ খ) ১০.০১.২০২৫ গ) ১০.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী লোনের বকেয়া বাবদ ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬/- টাকা এবং তার সাথে ১০-০৭-২০২৩ তারিখ থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এবং খরচ এবং পরবর্তীতে কোনো আদায় হয়ে থাকলে তা বিয়োগ করে।	ক) ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২৫,০০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০/- টাকা

বিড নথিতে প্রদর্শিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সারাংশ
১. বিক্রয়টি অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭-এর মাধ্যমে https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে হবে।
২. বিড নথিপত্র আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, আসানসোল ব্রাঞ্চ, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, শরৎ মঞ্চের বিপরীতে বুরহানপুর রোড আসানসোল, পিনকোড ৭১৩৩০৪ পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজের দিনগুলিতে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা) ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ০১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত (শনিবার (২য় এবং ৪র্থ), রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলি বাদে) এবং www.idbibank.in, https://baanknet.com/ এবং https://psballiance.com ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
৩. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আসানসোল আদালতে লার্নেড সিভিল জজ ১ম (জুনিয়র ডিভিশন) -এর আদালতে ২০২৫ সালের একটি টাইটেল স্যুট নং ৮১০ বিচারাধীন রয়েছে।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী রুল ৮(৬)-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার জন্য বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশও বটে।
৫. সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত বিবরণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in]-এ রয়েছে এবং অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে থাকা বিড নথিটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১ অক্টোবর, ২০২৬ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩.০০ টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়	৩ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টার মধ্যে

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন https://baanknet.com/ এবং https://psballiance.com
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

শ্যামলা পঞ্চায়েতে সর্বসম্মতিতে নতুন প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া ব্লকের শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন কালেশ্বরী টুডু। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ১৪ জন সদস্যের সম্মতিতে তাঁর নাম চূড়ান্ত হয়। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আসে। সে সময় অসিত মণ্ডল প্রধান এবং কালেশ্বরী টুডু উপপ্রধান নির্বাচিত হন। চলতি বছরে অসিত মণ্ডল প্রধানের

পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কয়েক মাস ধরে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অচলাবস্থা তৈরি হয় বলে জানা যায়। এর জেরে সরকারি পরিষেবা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ব্যহত হচ্ছিল। নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য বিডিওর কাছে আবেদন করা হলে মঙ্গলবার নির্বাচনী সভা ডাকা হয়। পঞ্চায়েত সদস্য ধরমজিত বাউরি প্রধান পদে কালেশ্বরী টুডুর নাম প্রস্তাব করেন। তাঁকে সমর্থন করেন কেয়া ঘোষ। দ্বিতীয় কোনও প্রার্থী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কালেশ্বরী টুডু প্রধান নির্বাচিত হন। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পঞ্চায়েত চত্বরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। উপস্থিত ছিলেন পিডিও সৌভিক দাস, তাপস কুমার গড়াই-সহ অন্যান্য আধিকারিক। প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর শ্যামলা অঞ্চলের বিজেপি কর্মীরা পঞ্চায়েতে এসে কালেশ্বরী টুডুকে পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। নবনির্বাচিত প্রধান জানান, পঞ্চায়েতের পরিষেবা স্বাভাবিক করা এবং এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বকেয়া কাজগুলি সকলের সহযোগিতায় সম্পন্ন করারও আশ্বাস দেন তিনি। এদিকে, প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় তিনি উপপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এবং পরবর্তীতে ওই পদে নতুন করে নির্বাচন হবে।

জেলা সরকারি হাসপাতালে প্রথম জোড়া হাঁটুর সফল প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতালে কৃত্রিম দুই হাঁটুর সফল প্রতিস্থাপন করা হলো। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আসানসোলের বাসিন্দা ৬০ বছরের ঝর্ণা দাস দীর্ঘদিন ধরে তার দুটো হাঁটুর সমস্যায় ভুগছিলেন। আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে বেসরকারি হাসপাতালে না গিয়ে, তিনি আসানসোল জেলা হাসপাতালের বহির বিভাগে শল্য চিকিৎসক (অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ) ডাক্তার নির্ঝর মাজিকে দেখান। ডাক্তার, ঝর্ণা দেবীর হাঁটু পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেন তার দুটি পায়ে কৃত্রিম হাঁটু (টিকেআর) প্রতিস্থাপন করতে হবে। তারপর ঝর্ণা দেবীকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে প্রায় দু'ঘণ্টার অপারেশনে ডাক্তার নির্ঝর মাজি, ঝর্ণা দেবীর দুটি হাঁটু সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন। সবথেকে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, এই জটিল অপারেশনে রোগীকে সম্পূর্ণ অচৈতন্য না করে স্পাইনাল এনাস্থেসিয়ার মাধ্যমে করা হয়। এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ইমপ্লান্ট সামগ্রী সরকারিভাবে বিনা মূল্যে দ্রুত জোগাড়ের উদ্যোগ নেন পশ্চিম বর্ধমান

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার মহম্মদ ইউনুস এবং হাসপাতাল সুপার ডাক্তার তপন বিশ্বাস। ডাক্তার নির্ঝর মাজি বলেন, হাসপাতালের আউটডোরে ঝর্ণা দাস তার কাছে আসেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুই পায়ের হাঁটুজনীত সমস্যায় ভুগছিলেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় তাঁর দুটি হাঁটু খয়ে গেছে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন কৃত্রিম হাঁটু প্রতিস্থাপন করার। ডাক্তার মাজি বলেন কৃত্রিম হাঁটু প্রতিস্থাপনের জন্য যে ইমপ্ল্যান্ট সামগ্রী লাগে, সেই ব্যয়বহুল ইমপ্ল্যান্ট সামগ্রী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর ইউনুস এবং হাসপাতাল সুপার ডাক্তার তপন বিশ্বাসের উদ্যোগে সরকারিভাবে বিনামূল্যে জোগাড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফলে এই অপারেশন সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তার মাজি বলেন, 'বর্তমানে ঝর্ণা দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ।' পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার ইউনুস বলেন, 'এই প্রথম পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সরকারি হাসপাতালে সফল ভাবে দুটি হাটুর প্রতিস্থাপন করা হলো। বিনামূল্যে ইমপ্লান্ট সামগ্রী পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

বালির বৈধ স্টক পয়েন্টে ঢুকে লক্ষাধিক টাকা তোলাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাঝরাতে মজুদ বালির বৈধ স্টক পয়েন্টে ঢুকে লক্ষাধিক টাকা তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপি নেতা-সহ তিনজন কর্মীকে হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার চৌবেড়িয়া, পাঁচারা এলাকায়। অভিযোগ, জামালপুর বিধানসভার বিজেপির এক নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বসন্ত পাঁজার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন এই তোলাবাজি করতে গিয়েছিল গতকাল রাতে। স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে এই তোলাবাজ বিজেপির নেতা কর্মীদের আটকে, তাদের হাতে দড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখে। পরে জামালপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে চারজনকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। খোদ জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসকের অনুমোদিত বালির স্টক পয়েন্ট থেকে বৈধ চালান-সহ ট্রাক্টর দিয়ে বালির ব্যবসা চলছে বলে দাবি করেছেন ইজারাদার। কিন্তু তারপরেও কয়েকজন বিজেপি নেতা বেআইনি ভাবে, জোরজুলুম করে ট্রাক্টর আটকে টাকা দাবি করছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বালির দাম নির্ধারণ-সহ একাধিক বিষয়ে দলের ছোট নেতা থেকে বিধায়ক, মণ্ডল সভাপতিদের মাথা ব্যথার শেষ নেই। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসককে ইজারাদারদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক পর্যন্ত করতে হয়েছে। ইজারাদাররা যাতে রাজনৈতিক চাপমুক্ত হয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে, সেই বিষয়েও সরকারি ও দলীয়ভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলার অনেক জায়গাতেই আগের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি বলেই অভিযোগ।

বর্ধমানের বেলকাশ, ইদিলপুর থেকে শুরু করে সদরঘাট থেকে জামালপুর দামোদর নদের একাধিক এলাকায় বালি চুরি চক্রের অস্তিত্ব সামনে এসেছে। এবং সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিজেপির স্থানীয় মণ্ডলের নেতা কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এবার বিজেপি নেতাদের সরাসরি বালির কারবারির কাছে তোলাবাজি করার ঘটনায় খোদ দলের অন্দরেই তীব্র অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জামালপুর এক নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোভাবেই এই সমস্ত কাজ সমর্থন ও বরদাস্ত করে না। যারা দলের নাম ভাঙিয়ে দলেরই বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দল সাংগঠনিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তোলাবাজি, কাটমানি খাওয়ার দিন চলে গেছে। যে বা যারা এই সব অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে পুলিশ ও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

দুর্গাপুজো নিয়ে কাঁকসায় প্রশাসনিক সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন পূজা কমিটিগুলির সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হলো প্রশাসন ও পূজাধিকারীদের। মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সভাকক্ষে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ব্লকের মোট ৭৩টি অনুমতি প্রাপ্ত, অনুমতি না পাওয়া ৪১টি দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিনিধিরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ, ইনস্পেক্টর ইন-চার্জ, ট্রাফিক গার্ডের আইসি, ট্রাফিক গার্ডের ওসি, কাঁকসার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষস্তরের আধিকারিকরা ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা।

বৈঠকের মূল সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক নির্দেশাবলী ছিল ডিজে বাজানোয় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। শব্দদূষণ রোধে পূজা প্যান্ডেল এবং শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানোর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। ধর্মীয় রীতি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পূজা করার আবেদন করা হয়। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বৈদিক রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পূজা পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে স্পষ্ট রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়। যানজট নিয়ন্ত্রণ ও স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েনের বিষয়ে, যে সমস্ত পূজামণ্ডপের সংলগ্ন রাস্তায় অতিরিক্ত ভিড় ও যানজটের আশঙ্কা থাকে, সেখানে পূজা কমিটির পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রাফিক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পূজা কমিটি এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি এবং এনওসি সংগ্রহ করেনি, তাদের অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়। সরকারি অনুদানের বিষয়ে চলতি বছরে রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্তির নিয়মাবলী, যোগ্যতা এবং অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতি নিয়ে পূজা সম্পাদকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন আধিকারিকেরা।

বৈঠকে কাঁকসা ব্লকের পূজা কমিটির সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকার ভৌগোলিক সমস্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি প্রশাসনের সামনে তুলে ধরেন। আধিকারিকেরা সরাসরি তাদের প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'রাজ্য সরকারের দেওয়া নির্দেশিকা মেনেই সাধারণ মানুষ কীভাবে আনন্দমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন করবেন, তা নিয়েই এই বৈঠক।'

নতিবপুর হাসপাতালে বৈঠকে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খানাকুল: খানাকুলের নতিবপুর হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতিকে নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করা, সাধারণ রোগী ও তাঁদের পরিবারের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি চিহ্নিত করা এবং আগামী দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবাকে আরও কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে হাসপাতালের বর্তমান পরিষেবা পরিস্থিতি, রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ-সহ হাসপাতাল ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা এবং রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করে তোলার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠক প্রসঙ্গে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'নতিবপুর হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতিকে নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করলাম। হাসপাতালের পরিষেবা, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং আগামী দিনে আরও কার্যকরভাবে কাজ করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' বিধায়ক আরও জানান, হাসপাতাল সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভরসাস্থল। ফলে হাসপাতালে আসা রোগীদের যাতে কোনওরকম সমস্যার মুখে পড়তে না হয় এবং তাঁরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিষেবা সময়মতো পান, সেদিকে গুরুত্ব

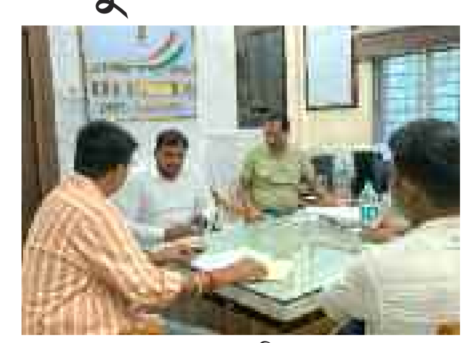

দেওয়া হবে। হাসপাতালের পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, নতিবপুর হাসপাতালের উপর খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকার বহু মানুষ নির্ভরশীল। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে কাছাকাছি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধপত্র, পরিকাঠামো এবং রোগীদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিষেবা আরও উন্নত হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। সবমিলিয়ে মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই নতিবপুর হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হবে। আগামী দিনে হাসপাতালের পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও জনমুখী করে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বিধায়কের তরফে।

ভোটাধিকার বাঁচাতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মঙ্গলবার ভোটাধিকার বাঁচাও নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাত শতাধিক মানুষ মিছিল করে এসে বাঁকুড়া জেলা শাসকের দপ্তরে বাবলু ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশন গ্রহণ করেন জেনারেল ওসি। ডেপুটেশনে মূল দাবি ছিল, এসআইআর যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নামে পুলিশের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া ব্লকের জলহরি গ্রামের মহসিনা খাতুন এই পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। যাদের নাম নেই তাদের রেশন থেকে শুরু করে ভিবিজি গ্রাম জি প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কাপিষ্ঠা গ্রামের ৯ জন মহিলা রেশন থেকে এবং ইন্দপুর ব্লকের গৌউরবাজার অঞ্চলের সীতাপুর গ্রামের মানুষ কে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। বিচারাধীন কোন মানুষ কে কোন প্রকার সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এসআইআর বাদ পড়া সমস্ত ভোটারের অবিলম্বে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞতার কারনে যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেনি তাদের আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। ভোটাধিকার বাঁচাও নাগরিক মঞ্চের পক্ষে বাবলু ব্যানার্জী বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যদি এই সব মানুষ সরকারি সুযোগ সুবিধা ফিরে না পান এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধ না হয়, তাহলে পুজার আগেই জেলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

রাস্তা নয়, যেন মাছের ভেড়ি! বিক্ষোভে বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এবার অভিনব প্রতিবাদে সরব হল সিপিআইএম। দুর্গাপুরের বিধাননগরের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে মোহনানন্দা ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে থাকা রাস্তায় জমা জলে মাছ ছেড়ে বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মী-সমর্থকেরা। রাস্তার হাল নিয়ে প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে রাস্তার বড় বড় গর্তে জমে থাকা জলেই মাছ ছেড়ে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন সিপিআইএম কর্মীরা। তাঁদের কটাক্ষ, রাস্তা সংস্কারের পরিবর্তে দীর্ঘদিন ধরে গর্ত ও জল জমে থাকায় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাস্তাটি এখন কার্যত 'মাছ চাষের জায়গা' হয়ে উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল দশা চললেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার গর্তগুলি জলে ডুবে যায়। ফলে পথচারী থেকে যানবাহন চালক; সকলকেই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। সিপিআইএমের দাবি, সমস্যাটি আরও গুরুতর কারণ রাস্তার সামনেই রয়েছে দুটি বড় হাসপাতাল। প্রতিদিন অসংখ্য রোগী ও তাঁদের পরিজনকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বেহাল রাস্তা ও জমা জলের কারণে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসা-যাওয়াতেও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার জানানো হলেও কার্যত কোনও সুরাহা হয়নি। পুজোর মুখে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার এমন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিআইএম। তাঁদের বক্তব্য, মানুষের দুর্ভোগ চোখে দেখেও যদি প্রশাসনের 'ঘুম' না ভাঙে, তাহলে আগামী দিনে আরও তীব্র আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন সিপিআইএম নেতৃত্ব।

পূর্ব বর্ধমানে 'সেবা সংকল্প অভিযান' উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত উদযাপিত হতে চলেছে 'সেবা সংকল্প অভিযান'। সেই নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের করে বিস্তারিত আলোচনা করলেন জেলাশাসক শ্বেতা আগারওয়াল। উৎসবের মেজাজে আয়োজিত এই অভিযানের রূপরেখা তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে একটি বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে জানানো হয়, এই অভিযানের অধীনে জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে মোট ১০টি বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।

অভিযানের প্রধান কর্মসূচি ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় এই কর্মসূচির গ্র্যান্ড লঞ্চ হবে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ৫০,০০০ জন সুবিধাভোগীর বাড়িতে প্রদীপ বা দিয়া পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সকলকে নিজ নিজ বাড়িতে এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্কুলের শিক্ষার্থী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেও এই বার্তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যাতে পূর্ব বর্ধমানের ১০০ শতাংশ পরিবার এই উদ্যোগে সামিল হতে পারেন। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর

জেলাস্তরে এবং ২ অক্টোবর রাজ্যস্তরে এই অনুষ্ঠান হবে। এর অধীনে বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার মোড়ে পথ নাটক এবং গল্পের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তা তুলে ধরা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছোটদের জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এতে নোডাল বিভাগ হিসেবে কাজ করবে নারী ও শিশু কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা কি কাহানি' উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুফল নিয়ে ৩০-৪০ সেকেন্ডের রিল বা ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। তৈরি করা রিলগুলি জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে আপলোড করতে হবে। পরবর্তীতে সেরা ৩টি রিলকে জেলা স্তরে পুরস্কৃত করা হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন থেকে জেলার সমস্ত বাসিন্দাদের ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই উৎসবমুখর অভিযানে অংশগ্রহণ করার আন্তরিক আবেদন জানানো হয়েছে।

দুঃস্থ ব্যক্তির পাশে গলসির বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: জবকার্ড না থাকায় সরকারি বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। অগত্যা বাধ্য হয়েই ভাঙা বাড়িতে আতঙ্কের মধ্যেই পরিবার নিয়ে বাস করছিলেন গলসির গলিগ্রামের উত্তম ঘোষ ও তার পরিবার। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শন করেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি সরকারি বাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে

তাকে আস্বাস দেন বিধায়ক। রাজু পাত্র জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর পেয়েই মঙ্গলবার তিনি ওই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শনে যান। ঘুরে দেখেন গোটা বাড়ি। এরপরই উত্তমকে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের একটি ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নগদ অর্থ দিয়েও সাহায্য করা হয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, খুব শীঘ্রই উত্তম ঘোষের বাড়ি তৈরি করার ব্যবস্থা করবেন তিনি। বিধায়কের অশ্বাসে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন উত্তম ঘোষ ও তার পরিবার।

জলাশয় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ছাত্রীর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নাদনঘাট: পাশের গ্রামে প্রাইভেট পড়ে বাড়ির ফেরার পথে মঙ্গলবার সকালে নিখোঁজ হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী। মঙ্গলবার দুপুরে একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার হয় দেহ। মৃতের নাম আসিয়া খাতুন (৮)। তার বাড়ি নাদনঘাট থানার নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরীডাঙা গ্রামে।পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে আসিয়া পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপাড়াতে প্রাইভেট পড়তে যায়। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বেলা দশটা নাগাদ সে নিখোঁজ হয়ে যায়। আসিয়ার সঙ্গে থাকা ছাত্র এসে বাড়িতে জানায়। এক ব্যক্তি বাইকে চাপিয়ে তাকে অপহরণ করেছে। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান না পেয়ে নাদনঘাট থানায় নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ করা হয়। পরে দুপুরে বাড়ির নিকটবর্তী একটি জলাশয়ে আসিয়ার বিধ্বস্ত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে নাদানঘাট থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আসিয়ার সারা শরীরে মারের দাগ ছিল। এই ঘটনায় আসিয়ার সঙ্গে থাকা ছেলেটির দিকে অভিযোগের আঙ্গুল উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভুতনিতে প্রসব যন্ত্রণাগ্রস্ত ৫ জন গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভুতনির বন্যা কবলিত এলাকার পাঁচটি জায়গা থেকেই গভীর রাতে পাঁচজন প্রসব যন্ত্রণায় আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করল পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে শুরু করে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ভুতনির পৃথক বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্যের সামিল হয় পুলিশ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় টর্চ লাইট নিয়েই পুলিশ একটি স্কুলের ছাদ থেকে তিনজন গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করে এবং অপর দুটি এলাকার বন্যায় ডুবে যাওয়া একতলা বাড়ির ছাদ থেকেই আরো দুই প্রসব যন্ত্রণায় আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ । আর পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বানভাসি এলাকার অসংখ্য মানুষেরা। বিষয়টি জানতে পেরে ভুতনি থানার পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের প্রশংসা করেছেন মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, এমনিতেই বানভাসী মানুষদের জন্য জেলা পুলিশ ও প্রশাসন তৎপরতার সাথে কাজ করছে। এদিন গভীর রাতে পৃথক পাঁচটি এলাকা থেকে যেভাবে গর্ভবতীদের উদ্ধার করে পুলিশ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেটা প্রশংসনীয়। পুলিশের এই কাজকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুতনি থানার কেশরপুর, কালুটনটোলা, বাললিটোলা এবং হীরানন্দপুর গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছে। এই ভুতনি থানার হীরানন্দপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। বহু বানভাসি মানুষেরা মানিকচক ও মথুরাপুর এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে আবার ভুতনি ব্রিজে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। কিন্তু বহু পরিবার ভুতনি এলাকার হাইস্কুল এবং কেউ কেউ নিজেদের ডুবে যাওয়া পাকা বাড়ির একতলা অথবা দোতলা ছাদে আশ্রয় নিয়ে আছেন। আর সেখানেই এরকম অসুস্থ গর্ভবতী মহিলাদের অ্যাম্বুলেন্সের মতোই নৌকাকে ব্যবহার করেই হুটার বাজিয়ে গভীর রাতেই পাঁচজন গর্ভবতী মহিলাকে আলাদাভাবে উদ্ধার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেশরপুর এলাকার গৃহবধূ মামনি মণ্ডল, কালুটোনটোলা এলাকার দুই গৃহবধূ বেবি মণ্ডল, শিখা মণ্ডল এবং বাল্লিটোলা ও হীরানন্দপুর এলাকার আরো দুই গৃহবধূর

সেমিনা বিবি, রাবিয়া খাতুন। প্রথম তিনজন মহিলা তারা তাদের নিকট একটি হাইস্কুলে বন্যার কারণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই স্কুলের একতলা পর্যন্ত জল রয়েছে। দোতলা এবং তিন তলা ছাদেই রয়েছে অনেক বানভাসীরা। যাদের মধ্যে গর্ভবতী ওই তিন মহিলা রয়েছেন। পাশাপাশি আরও দুই মহিলা বন্যার কারণে তারা নিজেদের বাড়ির ছাদেই পরিবার নিয়েছিলেন। এইসব এলাকা বন্যার জলে ডুবে গেলেও কোনও বাড়ি একতলা ডুবে রয়েছে । আবার কোথাও বাড়ির ভিতরে গলা জল রয়েছে।

ওইসব গর্ভবতী মহিলাদের আত্মীয়েরা জানিয়েছেন, এদিন রাতে ওদের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। ভুতনি থানার কয়েকজন অফিসারের নম্বর তাদের কাছে ছিল। রাত বারোটার মধ্যেই ফোন করা হয় ওই পুলিশ অফিসারদের। আধ ঘন্টার মধ্যেই যন্ত্রচালিত কয়েকটি নৌকা নিয়েই ভুতনি থানার কয়েকজন পুলিশ অফিসার কর্মীরা বান ভাজি এলাকায় এসে ওইসব গর্ভবতী মহিলাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে মঙ্গলবার নৌকা নিয়ে লাইফ জ্যাকেট পরেই ভূতনি থানার অন্তর্গত নিরানন্দপুর উত্তর ও দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্দি মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে নৌকা করে ছুটে বেড়ালেন মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। এমনকি জলবন্দি মানুষদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাস্টেড বক্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'ভুতনি থানা বন্যার জলে ডুবে রয়েছে। ভুতনি ব্রিজের কাছে তৈরি হয়েছে পুলিশের অস্থায়ী থানা। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ও কর্মীরা, রাতদিন বানভাসীদের জন্য সেবা করছেন।'

দুর্গাপুরে শিশুর প্যাটিসে পচা চিকেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সাড়ে তিন বছরের শিশুর জন্য কেনা চিকেন প্যাটিসে পচা মাংসের অভিযোগ। খাবারের সিংহভাগ খেয়ে ফেলার পর প্যাটিসের ভিতরের চিকেনের টুকরো থেকে দুর্গন্ধ পান শিশুটির বাবা এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের স্টিল মার্কেটে। নেতাজি কলোনির বাসিন্দা লাল্টু দাসের অভিযোগ, কন্যাকে নিয়ে একটি ব্র্যান্ডেড কেক ও প্যাটিসের দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। শিশুর জন্য কেনা হয় একটি চিকেন প্যাটিস। শিশুটি প্যাটিসটির বেশির ভাগটাই খেয়ে ফেলার পর নিজে খাবারটি চেখে দেখেন লাল্টুবাবু। তখনই প্যাটিসের ভিতরে থাকা চিকেনের টুকরো থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পান বলে তাঁর দাবি। বিষয়টি দোকানের কর্মীদের জানানো হলে তাঁরা প্রথমে খাবারটি বাসি বা পচা নয় বলে দাবি করেন বলে অভিযোগ। এরপরই বিষয়টি নিয়ে এ-জোন ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লাল্টু দাস। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, পুলিশ দোকানটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি দোকানের ম্যানেজারকেও থানায় ডেকে পাঠানো হয়। একটি শিশুকে দেওয়া খাবারের মান নিয়ে এমন অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে দোকানের খাদ্য-নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

‘ব্রিকস সাফল্যে’ মোদীর প্রশংসায় ওমর আবদুল্লা

শ্রীনগর, ১৫ সেপ্টেম্বর: পুরো ‘বন্দে মাতরম’ গেয়ে জোটসঙ্গীর কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর পর ‘ব্রিকস’ সম্মেলনে মোদী সরকারের সাফল্যের প্রচার করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। মঙ্গলবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিয়ে মুখ খোলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা। তিনি বলেন, পাকিস্তানের বন্ধু দেশগুলির সামনে পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা হয়েছে। এটা ‘আমাদের বিদেশ নীতির বিরাট সাফল্য’।

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-সহ বিভিন্ন দেশের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা। সম্মেলন শেষে যৌথ বিবৃতিতে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার নিন্দা করা হয়। এই বিষয়ে ওমর আবদুল্লার বক্তব্য, ‘‘পহেলগাঁও হামলাকে যে নিন্দা জানানো হয়েছে, সেটাই একটা বড় ব্যাপার। অনুগ্রহ করে ভাবুন, সম্মেলনে পাকিস্তানের ‘বন্ধু’ দেশের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। সুতরাং, পহেলগাঁও হামলা উল্লিখিত হওয়াটাই আমাদের বিদেশনীতির জন্য একটি বড় সাফল্য।’’

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই বিষয়ে ভারত সরকার, নির্দিষ্ট করে বললে বিদেশ মন্ত্রক উত্তর দিতে পারবে।’ তিনি যোগ করেন, সম্মলনের ইতিবাচক দিকটিতে নজর দেওয়া উচিত আমাদের। কার্যত মোদীর সুরেই ব্রিকসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আবদুল্লা।

পোখরানে প্রথমবার স্বদেশি ড্রোনের প্রদর্শনী বায়ুসেনার

পোখরান, ১৫ সেপ্টেম্বর: শত্রুকে ধ্বংস করতে মানববিহীন ড্রোন প্রযুক্তি যে কোনও সেনাবাহিনীর প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি নির্ভর এই মহাযুদ্ধের লক্ষ্যে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে এবার তারই ঝলক তুলে ধরল ভারতীয় বায়ুসেনা। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজস্থানে শুরু হয়েছে ‘আইএএফ ড্রোনাথন ২০২৬’ প্রদর্শনী। চলবে আজ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সোমবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বায়ুসেনা প্রধান আশুতোষ দীক্ষিত।

৩ দিনের এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য হল যুদ্ধ, নজরদারির ক্ষেত্রে দেশীয় ড্রোন প্রযুক্তিতে সেরার সেরা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি সেনা ও বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা ছিলেন।

জানা গিয়েছে, নজরদারির ক্ষেত্রে দেশীয় ড্রোন প্রযুক্তিতে সেরার সেরা হিসেবে প্রস্তুত করা এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি সেনা ও বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা। এছাড়াও ২০টির বেশি দেশীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা, স্টার্ট-আপ, এমএসএমই এবং ডিপিএসইউ এখানে অংশ নিয়েছে। শুধুমাত্র ড্রোনের প্রযুক্তিগত প্রদর্শন নয় ‘কনটেস্টেড এবং ডিমান্ডিং অপারেশনাল এনভায়রনমেন্টে’ মানববিহীন এই প্রযুক্তি কতখানি নির্ভরযোগ্য, কত দ্রুত এগুলি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনও হুমকির সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিতে পারে তারও পরীক্ষা হচ্ছে পোখরানে।

বায়ুসেনার তরফে জানা যাচ্ছে, এখানে নজরদারি, স্বয়ংক্রিয় অপারেশন, সোয়ার্ম টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম প্রদর্শনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী ধরনের ড্রোন প্রয়োজন তার স্পষ্ট দিশা দেওয়া হচ্ছে দেশীয় সংস্থাগুলিকে। যাতে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে শুধু এয়ারফ্রেম নয়, ইঞ্জিন, সেন্সর, কমিউনিকেশন, এআই সব ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্ভাবন হয়।

হাসিনা-ঘনিষ্ঠ আরও সাত জনকে ফাঁসির সাজা দিল বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর: শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ আরও সাত জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনালই গত বছরের নভেম্বরে হাসিনার ফাঁসির রায় দেয়। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েক জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ বার সেই একই ট্রাইব্যুনাল ফাঁসির সাজা দিল হাসিনা-ঘনিষ্ঠ সাত নেতাকে।

মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতির বেঞ্চ তাঁদের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। সাজাপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তথ্য-সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলি আরাফত, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।

এই নিয়ে ২০২৪ সালের ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ’ মামলায় ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনই বর্তমানে রয়েছেন বাংলাদেশের বাইরে। চার জন আছেন জেলে।

২০২৪ সালে হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে তৎকালীন সরকার এবং শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ওঠে সে সময়ে। হাসিনার পতনের পরে ওই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ অভিযোগে মামলা শুরু হয়। তাতে দোষী সাব্যস্ত হন হাসিনা। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল। এ বার সেই একই মামলায় হাসিনা আমলের এক মন্ত্রী-সহ সাত জনের মৃত্যুদণ্ড দিল ট্রাইব্যুনাল।

ময়দান

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের টি২০ সিরিজ জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈভব সূর্যবংশীকে ঘিরে ম্যাচের আগে তৈরি হয়েছিল প্রবল কৌতূহল। দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কি তাঁকে ফেরানো হবে, সেই প্রশ্নই ঘুরছিল সমর্থকদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তরুণ ক্রিকেটারকে বাইরে রেখেই সঞ্জু স্যামসনকে আরও একটি সুযোগ দিল ভারতীয় দল। আর সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সমালোচকদের জবাব দিলেন সঞ্জু। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তিন ম্যাচের সিরিজ নিজেদের করে নিল ভারত। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিল আফগানিস্তান। রহমানউল্লাহ গুরবাজ শূন্য রানেই ফিরে যান। ইব্রাহিম জাদরান ৩৩ বলে ৩৭ রান করলেও ইনিংসে ছিল না প্রয়োজনীয় গতি। আফগানিস্তানের মিডল অর্ডারও ভারতীয় বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। একসময় মাত্র ১০০ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। সেখান থেকে রশিদ খান ও নবি দলের রান কিছুটা সামলে নেন। রশিদ ১৬ বলে ২৮ রান করেন, নবি করেন ১৪ বলে ২০ রান। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান তোলে আফগানিস্তান। ভারতের হয়ে নীতীশ কুমার রেড্ডি ৩টি উইকেট নেন। জবাবে শুরু থেকেই আফগান বোলিংকে আক্রমণ করেন ভারতের দুই ওপেনার। সঞ্জু মাত্র ২২ বলে ৫৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে দ্রুত রান এবং বড় শটের ঝড়। এই ইনিংসের সুবাদে টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে ১ হাজার রানও পূর্ণ করেন তিনি। এই কৃতিত্ব অর্জন করা ভারতীয়দের তালিকায় রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগের পর জায়গা করে নিলেন সঞ্জু। অন্যদিকে অভিষেক শর্মা ১৯ বলে ৩৯ রান করে দলকে দ্রুত এগিয়ে দেন। মাত্র ৭.১ ওভারেই ভারতের রান ১০০ পেরিয়ে যায়। পরে রশিদ খান ৩ উইকেট নিলেও ভারতের জয় আটকাতে পারেননি। মাত্র ১৪.৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। আফগানিস্তানের হয়ে বল হাতে রশিদ ৩টি উইকেট নেন। দিল্লির এই দাপুটে জয়ে বৈভবকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েও আপাতত জোরাল জবাব দিয়ে গেলেন সঞ্জু।

রাজ্য মিডিয়া কনক্লেভ ২০২৬-এর অঙ্গ হিসেবে মহাজাতি সদনে মানব পাচার ও বন্ধকী শ্রমিক প্রথা রুখতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত হল একটি সেমিনার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No - 01/JGP/2026 & 02/JGP/2026 Dated – 07/09/2026
Executive Assistant, Jashpur Gram Panchayat under Dubrajpur Development Block invites **Tenders 15th FC Tied and Untied Fund of work will be closed on 25.09.2026 at 10 AM** Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Assistant
Jashpur Gram Panchayat

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
E-Tender Notice No: KDHM/08/PWD/01/26-27
E-Tender ID: 2026_MAD_1042208_1
Categories of Work: Repairing works. Last date of Submission on **23.09.2026 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & h**ttp://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman**
Khardah Municipality

বিজ্ঞপ্তি
“৩২তম আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, ২০২৬-২০২৭” আগ্রহী আদিবাসী নাট্যদলগুলিকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইট / জেলা প্রকল্প আধিকারিক / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বাঃ
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
Memo no- 3311(2)| DICO/S-24 pgs
Date- 15.09.2026

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.-16 of 2026-2027 for
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(Five) locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division- I, P.W.Dte.
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(Three) locations of Rejinagar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of Saktipur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 7(Seven) locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **16/09/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **16/09/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 16/09/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **16/09/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Partha Mondal
Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-05 of 2026-2027 Dated 15.09.2026
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online item rate Quotation (Two Cover Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E. (Civil), ADDA, Asansol

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for “Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Shyamnagar Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.”.
Last Date of Submission of tender is **23/09/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **“tenders.wb.gov.in”** and **“bhatparamunicipalitygov.co.in”**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for “Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Kankinara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.”.
Last Date of Submission of tender is **23/09/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **“tenders.wb.gov.in”** and **“bhatparamunicipalitygov.co.in”**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for Procurement of different types of Miscellaneous Durable Items. Last date for submission of the e-tenders is on 08/10/2026 up to 15.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T17945(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id.: 2026_WBPWD_5023757_1-7
Online e-Quotation (eNIQ 08 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different type work. Bid submission closing (Online) 23.09.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T17948(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
Notice Inviting Tender
No. WBIW/EE/SDD/e-NIT-03/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, tender is invited by the undersigned for the 3 (Three) number M/R under AE works under the jurisdiction of the Suburban Drainage Division amounting to Rs. 99,712.00 to Rs. 6,95,865.00. Last date of submission of application online is 29.09.2026 at 11:00 hrs. Other details may be seen in the websites https://iwd.wb.gov.in, wbtenders.gov.in and in the notice board of the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Suburban Drainage Division
ICA- T17917(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Executive Officer, West Bengal State Haj Committee **1)** For Providing catering services for Meal at Haj Training program - 2027 at Madinat-ul-Hujjaj, II-26/A , New Town, Rajarhat, Kolkata - 700160, **2)** Decoration and audio visual arrangements for Haj Training program - 2027 at Madinat-ul-Hujjaj, II-26/A, New Town, Rajarhat, Kolkata - 700160 and **3)** Selection of an Academic Institution/ Coaching Agency for Conducting Comprehensive Residential Coaching, Mentorship and Test Series Programme for UPSC Civil Services Examination (CSE) 2027 Aspirants at Haj Tower-cum-Empowerment Centre, Kaikhali, Kolkata. For details, please visit the web site www.wbtenders.gov.in or the office of the Executive Officer, WBSHC, Madiant-ul Hujjaj, II-26/A, New Town, Kolkata-700 160. Sd/- Executive Officer, West Bengal State Haj Committee & Joint Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA- T17925(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 11/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027
Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W&S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repair & Reconstruction of a Portion of the Existing Damaged Boundary Wall of the Lake Town Underground Reservoir (UGR) under South Dum Dum Municipality., Rs.6,27,446/-, Rs.12,550/-, 45 days, **Online Bid submission last date & time:** 25.09.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-527)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17939(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-RFP No: KMDA/CIVIL/E&AM/ Planning Circle/SE/08 OF 2026-27
Online e-RfP in two part system is invited by the Superintending Engineer-in-Charge, Planning Circle, (Additional Chief Engineer) E&AM Sector, KMDA, 4th Floor, Block-A, Unnayan Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700091, from reputed, reliable, resourceful, bonafide, experienced **Consulting firms / Joint Ventures / Consortiums,** for the work, **Name of Work, Estimated Value of the work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Preparation of Vision 2047 document for Greater Kolkata Metropolitan Region (2nd Call)., Rate to be Quoted, 2% of the Quoted Amount. Initial Earnest Money deposit shall be ₹ 1,00,000.00 and balance of 2% shall have to be deposited on acceptance of bid, 90 days., **Last date & time for submission of RfP through online:** 12.10.2026 up to 13:30 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-529)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17941(3)/2026

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/465, Dated: 15/09/2026
NIeT is invited in two parts for 6 Nos. of developmental works in different Wards of Bhatpara Municipality. “
Last Date of Submission of tender is **03/10/2026 at 16:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/-
Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for “Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Authpur Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.”
Last Date of Submission of tender is **23/09/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **“tenders.wb.gov.in”** and “ **“bhatparamunicipalitygov.co.in”**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462, Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for “Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Bhatpara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.”.
Last Date of Submission of tender is **23/09/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **“tenders.wb.gov.in”** and **“bhatparamunicipalitygov.co.in”**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, North 24 Parganas, Kolkata - 700123
CORRIGENDUM TENDER NOTICE
No. 3/26-27/DMA/T Dated 02.09.2026.
Due to unavoidable circumstance the critical dates of Tenders are hereby extended as: -
Bid Download Start Date: - **19/09/2026 at 9.00 am.**
Bid submission End Date: - **26/09/2026 at 12.00 pm.**
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, North 24 Parganas, Kolkata - 700123
CORRIGENDUM TENDER NOTICE
No. 5/26-27/FCXV/T Dated 02.09.2026.
Due to unavoidable circumstance the critical dates of Tenders are hereby extended as: -
Bid Download Start Date: - **19/09/2026 at 9.00 am.**
Bid submission End Date:- **26/09/2026 at 12.00 pm.**
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3717/(1-12) (1st CALL) Date:- 14/09/2026 Tender ID:- 2026_MAD_1042053_1 to 2026_MAD_1042053_12**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **16/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online): **29/09/2026 & 11:00 am**
Bid Opening Date (Technical) (online): **01/10/2026 & 12.00 pm**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**
Memo no- 258(3)/HD/ICA/Advt.
Date- 15.09.2026
Sd/- Administrator
Bhadreswar Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
COURT COMPOUND, ASANSOL -713304 DIST. - PASCHIM BARDHAMAN
CORRIGENDUM NOTICE
Ref.: e-Auction No.-02 of 2025-2026 vide
Memo No:- 1764/e-Auction/PSBZP dated 14.05.2025
In continuation of the above-referred e-Auction Notice and in pursuance of the resolution adopted in the **10th meeting of the Artha O Unnayan Porikalpana Sthayee Samiti** held on **20.02.2026**, duly approved by the competent authority of Paschim Bardhaman Zilla Parishad, it is hereby notified for general information that the said e-auction process has been cancelled on administrative grounds.
The details are appended below.

SI NO	NAME OF WORKS	ACTION TO BE TAKEN	REASON
1	Collection of Toll Tax from the vehicular traffic plying through the Rupnarayanpur Toll Plaza under Paschim Bardhaman Zilla Parishad in the district of Paschim Bardhaman.	Cancelled	Due to Administrative Reasons

Sd/-
Additional Executive Officer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/৪৬, তারিখ ১৪.০৯.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি নিম্নরূপ :- টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১১২৬১৮১২, স্ক্রু কাপলিং অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,৫০,৫৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১৪২৬১১৮২, ইএলবি-র জন্য উপযুক্ত গিয়ার বক্স অ্যাসেম্বলি সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৯২,৫৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩)** ১৪২৬১০২৫, হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মর্ডি, আনস্ক্রিন্ড, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫৩,৭০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ১৪২৬১০৪১এ, রিলে এসিআই প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল কিউএনএ১ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৩০,১২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১৪২৬৫০৩১, স্পেসি. নং : আরডিএসও/এসপিএন/১৬৫/২০২৩ ভার্সন ৪.০ অনুযায়ী ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস) সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫৬,৬১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ০৫২৬১০৪৪, অয়েল মেশিনারি জেনারেল পারপাস ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫,২৯,২০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ০৫২৬১০১১, পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং গোল্ডেন ইয়েলো ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০৩,৪০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ১১২৬১০৬৫, ড্র গিয়ারের জন্য রাবার স্প্রিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০৬,১৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৯.১০.২০২৬, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯)** ১১২৬১৫৯৮, এফআরপি ডোর উইন্ডো গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৪০,৩২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০)** ০৫২৬১৩২১, এফএজি ডকুমেন্ট নং ইডিডিএফ৫৮৫০৬৩.জেডএল০০০ অনুযায়ী ডিই-র জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০০,২৯০/-. **(১১)** ০৫২৬১০৪২, এয়ার কম্প্রেসর ১৫০আরআর-এর জন্য অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৪৯,৬৪০/-. **(১২)** ০৫৬২১০৩২, ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ৪৬০১-এর জন্য গিয়ার কেস অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৮৫,৬০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩)** ০৭২৬১২৫৫এ, আরসিএফ-এর স্পেসি নং এমডিটিএস-০৭৫ রিভ-০৩ অনুযায়ী ১৬x১২৫০x৩০০০ মিমি মাপের সাউন্ড ইনসুলেটিং উড প্যানেল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, প্যাকিং নির্দেশ : পিআই০৪২ ভার. ১.০, ₹ ১,৩৯,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪)** ১১২৬১১৩১এ, ট্র্যাকশন সেন্টার ইলাস্টিক জয়েন্ট, ₹ ১,০৩,০৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (১৫)** ১৪২৬১১৩৪, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য ইভেন্ট লগার কার্ড ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৫,৬৪০/-. **(১৬)** ১১২৫১০৯৬এ, আউটার ডোর অ্যাসেম্বলি (এল.এইচ. ও আর.এইচ.), ₹ ২,২৫,৪৬০/-. **(১৭)** ১১২৬১৮২০, ইউআইসি ভেস্টিবিউল বেলোর জন্য ল্যাটারাল সাইড ফ্ল্যাঞ্জ (এল.এইচ. ও আর.এইচ.) ইত্যাদি, ₹ ৬,৮৯,৩৬০/-. **(১৮)** ২১২৬১০৪২, হ্যান্ড ব্রেক কেবল অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ৩,৮২,৬৮০/-. **(১৯)** ২১২৬১৩৯০, ইয়োক পিন সাপোর্ট ইত্যাদি, ₹ ৩,৩৮,০২০/-. **(২০)** ০৫২৬১২৮০, আইএস স্পেসি নং আইএস : ২৮৫/২০২১ টাইপ-১, গ্রেড-১, শেল্‌ফ লাইফ ১২-১৮ মাস অনুযায়ী সোপ লন্ড্রি বারের (মাপ : ৫০ x ৫০ x ৩৭০ মিমি আনুমানিক ও ন্যূনতম ওজন ৯০০ গ্রাম) প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫০,০৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২১)** ১৪২৬১০২০, সিগন্যাল কন্ডিশনার কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,১২,৪০০/-. **(২২)** ১৪২৬১০০১, মাইক্রো কন্ট্রোলার লজিক কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,৪৬,৬২০/-. **(২৩)** ১৪২৬১০১৯, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য মোডেম কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,০৬,৫০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (২৪)** ১১২৬১১৪০, অ্যাঙ্কর লিঙ্কের (টাইপ-এ) জন্য সাইলেন্ট ব্লক, ₹ ১,৯২,৪৩০/-. **(২৫)** ০৫২৬১০৩১, অ্যান্টিওয়্যার হাইড্রলিক অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬,৭৫,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৬)** ১০২৬২৩৪১, এসআর ও এসবি এসআর-এর জন্য প্রোসেসর কার্ড (এফএলজি প্রোসেসর) ইত্যাদি, ₹ ৮,০৯,৩৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৭)** ১২২৬_আইএসইজে_৬৯০২, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬৯০২ অনুযায়ী উন্নত সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্টের প্রাপ্যতার জন্য চালু চুক্তি, ₹ ১২,৭২,০৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৮)** ১২২৬১০৯৪, ৬.২ মিমি পুরু ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি)-র জন্য ২ বছরের আরজিসি, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৯)** ১২২৬_এন্ড_কাট_এইচভিএন, বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাই ভিশস নাইলন (এইচভিএন ৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ৫,৭৭,০৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৪.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩০)** ২২২৬১৬০৯, ইঞ্জ. দুভ্যালুম্যাব ৫০০ মিগ্রা, আইটেম কোড নং. এম২৬১৯২৪, ক্র.নং ১১৭০, এআই/২০২৬-২৭, ₹ ৩,২৩,৪৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৩১)** ২২২৬১৩৩৩, ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ব্যবহারের জন্য নিড্‌ল সহ ইঞ্জ. অ্যাফ্লিপারসেপ্ট ৪০ মিগ্রা/মিলি (উৎপাদনকারী সংস্থার রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সামগ্রী তালিকায় সামগ্রীটি উপলব্ধ থাকতে হবে) এআই ২০২৬-২৭, ₹ ৩,০৪,৭৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩২)** ১২২৬_মেটাললাইনার_৮৯৯৫, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৯৯৫ অনুযায়ী শার্প কার্ভের জন্য মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ১,২৩,৬৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৩)** ১২২৬_ইআরসি_জেক্লিপ_৮২৫৮, পিএসসি স্লিপারের উপর ফিস প্লেটেড জয়েন্ট/ইনসুলেটেড গ্লুড জয়েন্টের জন্য উচ্চ টো লোড সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি) জে ক্লিপ, ₹ ১০,২৬,৬০০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-34/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

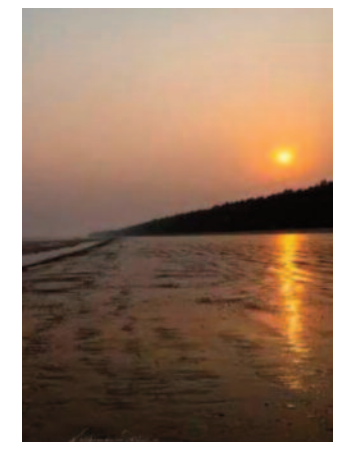

ধ্বংসনগরী হাম্পি ও বাদামি গুহা

ভ্রমণের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা

ড. বিমলকুমার শীট

ভারতের দক্ষিণে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হল হাম্পি ও বাদামি গুহা ।এই হাম্পি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত । মহীশূর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে ৪১৩ কিমি পথ অতিক্রম করে হসপেট স্টেশনে নামলাম ।এখান থেকে অটোতে হাম্পি পৌঁছে বিরুপাক্ষ মন্দিরের কাছে গ্রামে হোমস্টেতে থাকলাম ।বিশ্রাম নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়ে পড়লাম ।পূর্ব মধ্য কর্ণাটকের বিজয়নগর জেলায় হাম্পি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে স্বীকৃত । এক সময় তা বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল ।বর্তমান এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ।প্রায় ৪,১০০ হেক্টর (১৬ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে হাম্পির ধ্বংসাবসেস ছাড়িয়ে রয়েছে, যা শুধু আমাকে নয় প্রতিটি পর্যটককে বিস্মিত করবেই । পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ হাম্পি ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মধ্যযুগীয় শহর এবং সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে ধনী শহর । তুলুভ বংশের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫২৯) সময় এর খ্যাতি ও সমৃদ্ধি চরম শিখরে পৌঁছে ছিল । বিজয়নগর সাম্রাজ্যে আগত বিদেশী পর্যটক নিকোলো কন্টি, আবদুররজ্জাক, পোর্তুগীজ পায়েজ, দুয়াতে বারবোসা, রুশ বণিক আথনাসিয়াস নিকিতিনের বিবরণ থেকে আমরা হাম্পি সহ সাম্রাজ্যের নানা কথা জানতে পারি ।

বিজয়নগরে যে স্থাপত্য শৈলী গড়ে উঠে ছিল তা ছিল অনুকরনীয় ।ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটানোই ছিল বিজয়নগর শাসকদের লক্ষ্য । অতএব তাঁদের স্থাপত্য কীর্তিগুলিও সেই ধারণারই অংশ । স্থাপত্য কলার প্রথম অংশটি জুড়ে ছিল অসংখ্য মন্দির । এই মন্দিরগুলি আকারে যেমন বৃহৎ তেমনি গঠন বৈচিত্র্যেও । এই মন্দিরগুলির গঠনে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র রয়েছে ।এখানে মূল মন্দিরের বাম দিকে রয়েছে কল্যাণমণ্ডপ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূল প্রবেশদ্বার রয়েছে পূর্বে । একটি স্তম্ভশোভিত বৃহদাকৃতির দালান যার মাঝখানে একটা উন্নত মঞ্চ ।এই মঞ্চে মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর দেবীর বাৎসরিক বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হত ।দেবীকে অন্য এক মন্দির থেকে আনাহত ।এছাড়াও রয়েছে বহু মন্দিরে অসংখ্য স্তম্ভযুক্ত বিশালাকার দালান (মণ্ডপ)।স্তম্ভগুলির কাঠামো ও অলঙ্করণ ছিল অপূর্ব ও অদ্ভূত ধরণের । কাঠামোগুলিতে ধাবমান অশ্ব ও বিকটদর্শন সব পশুর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে । এইসব স্থাপত্যগুলি একটি প্রস্তরখণ্ড কেটে নির্মিত, কোথাও কোনো জোড়া নেই ।স্তম্ভশীর্ষে বাঁকানো বাহু ।স্তম্ভগুলির গঠন এমনই যাদের মধ্যে মার্গ সঙ্গীতের সাতটি সুরকে খুঁজে নেওয়া যায় ।বর্হিদেশে রয়েছে পাণ্ড্য স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে বৃহৎ গোপুরম ।

হাম্পি বিস্তৃত ক্ষেত্রে মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিট্টল এবং হজাররাম মন্দির । সবচেয়ে অলঙ্কৃত মন্দিরটি হল সঙ্গম রাজা ২য় দেবরায়ের রাজত্বকালে (১৪২৪-১৪৪৬) নির্মিত বিট্টল মন্দির ।কিন্তু মন্দিরটি অসমাপ্ত ।মন্দিরটি ভগবান বিষ্ণুর অবতার ভগবান বিট্টলের প্রতি উৎসর্গীকৃত । এটি তার অসাধারণ পাথরের স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত । মন্দিরের প্রাঙ্গনের আয়তন ৫০০ফুট অ ৩১০ ফুট ।তিন সারির স্তম্ভ দ্বারা শোভিত যার মাঝে মূল মন্দির রয়েছে । আর রয়েছে তিনটি গোপুরম ।অর্থৎ গোপুরম হল দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দিরের প্রবেশ পথে নির্মিত বিশাল, সুউচ্চ ও অত্যন্ত কারুকার্যময় অলঙ্কৃত প্রবেশদ্বার । প্রাকারবেষ্টিত প্রাঙ্গনের মাঝে মূল মন্দির এবং তাঁর চারপাশে পাঁচটি পৃথক মন্দির ।মূল মন্দিরে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত ।এর মূল কাঠামোর উচ্চতা ২৫ ফুট এবং পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৩০ ফুট ।এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত । সেগুলি হল মহামণ্ডপ যার চারদিক উন্মুক্ত স্তম্ভযুক্ত দালান, প্রাচীরবেষ্টিত একটি স্তম্ভযুক্ত অর্ধমণ্ডপ এবং সবশেষে গর্ভগৃহ । এই মহামণ্ডপটির আয়তন যেমন বিশাল (প্রায় ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য) তেমনি সুন্দর এর কারুকাজ ।পাঁচফুট উচ্চ ভিত্তির উপর এর কাঠামো যার তিন দিকে রয়েছে ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি । সিঁড়ির পাশে পাথরের হাতি । ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৫৬ টি স্তম্ভে ছাদটিকে ধরে রেখেছে । এদের মধ্যে ৪০টি স্তম্ভের সারি বর্হিভাগের অলিন্দ পথগুলিকে ধরে রেখেছে । স্তম্ভগুলির কারুকাজ অসাধারণ ।বাইরের প্রাকার নানা ধরনের কারুকাজ মণ্ডিত কুলুঙ্গী, আয়তকার স্তম্ভ প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত । এর মহামণ্ডপটি আকারে অর্ধেক হলেও কল্যাণ মণ্ডপটি সেরা কাঠামো ।এর পাশেই রয়েছে পাথরের রথ । একটি বড় গ্রানাইট পাথর কেটে এটি নির্মিত । এর চাকাগুলি হাত দিয়ে ঘোরানো যায় ।

এখানে রাজা দ্বিতীয় বিরুপাক্ষের (১৪৬৫-১৪৮৫) উদ্যোগে নির্মিত হজাররাম মন্দিরটি এত বৃহাদাকার নয় । এর সৌন্দর্য আমাদের বেশি মুগ্ধ করল ।মুখ্য মন্দিরটির সঙ্গে যুক্ত আছে একটি দেবী মন্দির, কল্যাণমণ্ডপ এবং অন্যান্য মন্দির । পুরো অঞ্চলটি ২৪ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । পূর্বদিকে প্রধান প্রবেশদ্বার যার ছাদ সমতল । এখান থেকে সভামণ্ডপে আমরা প্রবেশ করলাম ।চারটি কালো পাথরের নানা কারুকার্য খচিত স্তম্ভের উপর এই মণ্ডপটির ছাদ ধরা ছিল । এরপরই রয়েছে প্রাঙ্গণ । বিমানটির নিম্নতল পাথরের । পিরামিডের

আকারে উচ্চতলগুলি ইটের, উচ্চতা ৫০ ফুট । মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে । তবে বিজয়নগর শৈলীর এক পূর্ণ নিদর্শন হিসাবে একে গণ্য করা যায় ।

১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর ও বিদরের সম্মিলিত সুলতানদের জোটের কাছে বিজয়নগরের পতন হয়, যুদ্ধে রাজা রাম রায়ের মৃত্যু হয় ।যুদ্ধ জয়ের পর সুলতানরা বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি কয়েক মাস ধরে লুণ্ঠন ও মন্দির প্রাসাদকে ধ্বংস করে ফেলে । ফলে হাম্পি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় । কিন্তু তাদের মধ্যেও যে কয়েকটি কাঠামো প্রায় অক্ষত রয়ে গেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল রাজসভা এবং সিংহাসন মঞ্চ যা রাজা কৃষ্ণদেব রায় ওড়িশা বিজয়ের পর নির্মান করেন । দুটি কাঠামোই প্রমাণ করে স্থাপত্য শিল্পে বিজয়নগর কতখানি উন্নতি সাধন করে ছিল ।রাজসভার ছাদ ১০০টি স্তম্ভের ওপর গঠিত । স্তম্ভগুলি ১০টি সারিতে সমান দূরত্বে নির্মিত । স্তম্ভের ভিত্তি চতুষ্কোন ও উপরের অংশ গোলাকার ।চতুষ্কোন ভিত্তি তিনটি ধাপে সিঁড়ির আকারে নির্মিত,

অত্যন্ত মসৃণ এবং কারুকাজ মণ্ডিত । সিংহাসন মঞ্চও আয়তাকার এক কাঠমো যার দৈর্ঘ্য ১৩২ ফুট । নীচের অংশে কোনও অলঙ্করণ নেই । ওপরের অংশে সারিবদ্ধ ভাবে পশুদের দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায় । হজারা রাম মন্দিরের কিছুটা উত্তরে বিশাল ঘেরা স্থানে রয়েছে জেনানা মহল । এখানকার ঘরগুলি ইন্দো-সারাসেনিক রীতিতে নির্মাণ করা হয়ে ছিল। জেনানা মহলের মধ্যে নির্মিত সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটি হল পদ্মমহল । এখানে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের চমৎকার সমন্বয় দেখা যায় ।অনেকের মতে, এখানে সম্ভবত রাজা তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন ।

হাম্পি পরি দর্শনের পর গাড়ি করে ১৪৫ কিমি দূরে বাদামি গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । এখানে চালুক্য রাজবংশের রাজধানী বাদামি নগরে বালুশিলার পাহাড়ে কুঁদে নির্মিত চারটি গুহা মন্দির দর্শন না করলে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে । এই গুহা মন্দিরগুলি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দক্ষিণ ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় দুশ বছর বাদামির চালুক্য রাজবংশ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে ছিল ।ভারতীয় স্থাপত্য ও সাহিত্যের বিকাশে তারা উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে ছিল ।চারটি গুহা মন্দিরের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দির দুটি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত । তৃতীয় গুহা মন্দিরটি বৃহত্তম ও প্রাচীণতম। চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ ৫৭৮ সালে এই গুহা মন্দির নির্মাণ করে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন ।আয়তনে ক্ষুদ্রতর চতুর্থ গুহা-মন্দির একটি জৈন মন্দির । মধ্যমাকৃতির প্রথমা গুহা মন্দির সর্বনিম্নে অবস্থিত । পর্বতের পাদদেশে এই মন্দিরের অবস্থান ।এটি শিব মন্দির ।দ্বিতীয় গুহা মন্দির ক্ষুদ্রতম ।এটি বৈষ্ণব মন্দির ।গুহা মন্দিরের প্রবেশ পথ সু-উচ্চ ও প্রশস্ত, প্রবেশ পথের উভয় দিকে দ্বারপালের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে । গুহা মন্দিরের প্রবেশ মুখ বহুবিধ ভাস্কর্যে অলংকৃত । স্তম্ভগুলির রূপবৈচিত্র্য দেখার মতো । প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষদেশ কলস, কুম্ভ ইত্যাদি ভাস্কর্যের অলংকরণে সমৃদ্ধ ।তৃতীয় গুহা মন্দিরের গর্ভগৃহে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠনাথ ও বারাহমূর্তি উৎকীর্ণ আছে । শিব মন্দিরগুলির গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । তবে বাদামির এই গুহা মন্দিরগুলিতে গর্ভগৃহ পরিবেষ্টন করে কোনও পদক্ষিণ পথ দেখতে পেলাম না । দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘ্নিয়ে এল, এখানে অনেক কিছু স্মৃতি ঝোলায় পুরে নিয়ে উৎফুল্ল মনে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

অচেনা সৈকতে

ছুটির আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমুদ্র মানেই কি ভিড়? ঢেউয়ের শব্দ শুনতে গেলে কি কোলাহল পেরোতেই হবে? পুজোর ছুটিতে পরিচিত সৈকতগুলিতে যখন মানুষের ঢল, তখন বরং এমন কোনও সমুদ্রের ঠিকানা খোঁজা যাক, যেখানে সকালটা শুরু হবে ঝাউপাতার মর্মরে, দুপুর কাটবে লাল কাঁকড়ার দৌড় দেখতে দেখতে, আর সন্ধ্যা নামবে নির্জন বেলাভূমিতে ঢেউয়ের একটানা গুঞ্জন শুনে। ওড়িশার পরীখি তেমনই এক অচেনা, নিরালা সমুদ্রসৈকত। বালেশ্বর শহর থেকে দূরত্ব মাত্র ১৮ কিলোমিটার।

দুবলাগড়ি কিংবা বাগদা সৈকত ইদানীং পর্যটকদের কাছে বেশ পরিচিত। জনপ্রিয়তার সঙ্গে অবশ্য বেড়েছে ভিড়ও। ফলে নিভৃত সমুদ্রের খোঁজে যাঁরা বেরোন, তাঁদের জন্য পরীখি এখনও বেশ স্বস্তির জায়গা। পর্যটক আসেন, কিন্তু শয়ে শয়ে মানুষের ভিড়ে সৈকত ঢেকে যায় না। বরং প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দটুকু এখনও টিকে আছে।

লাল কাঁকড়ার রাজ্য

পরীখির সৈকতে পা রাখলেই প্রথম যে দৃশ্য চোখে পড়বে, তা হল লাল কাঁকড়ার দল। বেলাভূমিজুড়ে তাদের ছুটে বেড়ানো যেন সমুদ্রের নিজস্ব খেলা। কোথাও ছড়িয়ে ঝিনুক, কোথাও ভেসে আসা শঙ্খ। জলের ধারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়াই।

সকালের আলোয় সমুদ্রের রং বদলাতে থাকে। সূর্য একটু একটু করে ওপরে উঠলে সোনালি আলো এসে পড়ে ঢেউয়ের গায়ে। বিকেলের দিকে আবার সেই সমুদ্রই অন্য রূপ নেয়। সূর্যাস্তের সময় আকাশের রং বদলে যায়, আর নির্জন সৈকতে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখার মধ্যে আলাদা এক মায়া আছে।

পরীখিতে তাই বেড়ানোর মূল আনন্দ দর্শনীয় স্থান ‘দেখে ফেলা’ নয়। বরং কিছু সময়ের জন্য ব্যস্ত জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। সকালে হাঁটুন, দুপুরে ঝাউয়ের ছায়ায় বসুন, বিকেলে সমুদ্রের ধারে থাকুন। সঙ্গে রাখুন বই কিংবা পছন্দের গান। বাকিটা সামলে নেবে সমুদ্র।

বুড়িবালামের জলে

তবে শুধু সৈকতে বসে থাকতে চাইলে তো হল না। সকালের জলখাবার সেরে বেরিয়ে পড়তে পারেন বুড়িবালামের দিকে। নদীর ধারে পৌঁছতেই বদলে যাবে দৃশ্যপট। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে পানসি। খেয়ায় চেপে নদীর জলপথে ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও হতে পারে এই ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ।

মাঝির বৈঠার ছন্দে নৌকা এগোতে থাকবে। নদীর বুক থেকে আসা হাওয়া এসে মুখে লাগবে। প্রশস্ত নদী ধীরে ধীরে সরু খাঁড়িপথের দিকে এগোলে চারপাশে দেখা যাবে ম্যানগ্রোভের সারি। জল, সবুজ আর আকাশ মিলে তৈরি করবে এক অন্যরকম আবহ। কোথাও মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে সিগাল। শহুরে জীবনের সঙ্গে যার কোনও মিল নেই।

কাসাফলের পথে ঝাউবন

পরীখি থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারেন কাসাফলের দিকে। পথের শেষ অংশে গাড়ি ছেড়ে কিছুটা হাঁটতে হবে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে। শরৎকালে সেই পথে কাশফুলের সাদা দোলা পথটিকে আরও সুন্দর করে তোলে।

ঝাউবন পেরিয়ে হঠাৎ সামনে সমুদ্র এসে পড়ার মুহূর্তটিই যেন এই পথের সবচেয়ে বড় চমক। এতক্ষণ গাছপালার আড়ালে থাকা নীল জলরাশি আচমকা চোখের সামনে খুলে যায়। কাসাফলও পরীখির মতোই অনেকটাই নিরালা। উৎসুক পর্যটকের দেখা মেলে, কিন্তু এখনও এমন ভিড় হয়নি যে প্রকৃতির সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে।

পরীখি এবং কাসাফল;দু'টি জায়গাকেই তাই একসঙ্গে রাখাই ভালো। অন্তত দু'দিনের জন্য। খুব বেশি পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। বরং পরিকল্পনা কম থাকলেই এই সফরের স্বাদ বেশি।

সময় হাতে থাকলে পরীখি-কাসাফলকে কেন্দ্র করে আরও দু'দিনের পরিকল্পনা করা যায়। বালেশ্বরের কাছে রয়েছে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির। যেতে পারেন ইমামি জগন্নাথ মন্দিরেও। আর প্রকৃতি ও পাহাড়ের টান থাকলে একটি দিন রাখা যায় পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের জন্য।

অর্থাৎ এই সফর শুধু সমুদ্রভ্রমণ নয়। সমুদ্র, নদী, ম্যানগ্রোভ, ঝাউবন, মন্দির;একসঙ্গে পাওয়া যায় একটি ছোট্ট ভ্রমণবৃত্তে।

কী ভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে পরীখি যাওয়ার সহজ উপায় বালেশ্বর হয়ে যাওয়া। হাওড়া বা সাঁতরাগাছি থেকে বালেশ্বরগামী একাধিক ট্রেন রয়েছে। কলকাতা থেকে বাসেও বালেশ্বর যাওয়া যায়। সড়কপথেও বালেশ্বর দেশের বিভিন্ন বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে দূরত্ব আনুমানিক ২৫০ কিলোমিটার। ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েও সরাসরি যাওয়া সম্ভব।

বালেশ্বর পৌঁছে স্থানীয় গাড়ি ভাড়া করে পরীখি এবং আশপাশের জায়গাগুলি ঘোরা যায়।

থাকার ব্যবস্থা

পরীখিতে থাকার জায়গা এখনও খুব বেশি নয়। হাতেগোনা কয়েকটি হোটেল ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এসি এবং নন-এসি ঘরের পাশাপাশি তাঁবুতে থাকার সুযোগও পাওয়া যায়। ফলে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি থাকতে চাইলে ক্যাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতাও নেওয়া সম্ভব।

থাকার জায়গাতেই সাধারণ ঘরোয়া খাবারের ব্যবস্থা থাকে। খাবারের তালিকা খুব বড় নয়, কিন্তু টাটকা মাছের অভাব হওয়ার কথা নয়। সমুদ্রের কাছে গিয়ে স্থানীয় স্বাদের মাছ-ভাতের আয়োজন এই সফরকে আরও পরিপূর্ণ করে দিতে পারে।

পরীখির সবচেয়ে বড় সম্পদ তার অচেনা থাকা। জনপ্রিয়তার দৌড়ে এখনও অনেকটা পিছিয়ে। আর সেই কারণেই হয়তো এখানে সমুদ্রকে পাওয়া যায় তার নিজের মতো করে; নির্জন, নির্ভার, শব্দময় অথচ আশ্চর্য শান্ত। সপ্তাহান্তের দু'দিন কিংবা পুজোর ভিড় থেকে পালিয়ে একটু অন্যরকম সমুদ্র দেখতে চাইলে পরীখি-কাসাফল সেই বিরল ঠিকানা, যেখানে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে কিছুটা সময় হারিয়ে যেতেই বেশি ভাল লাগে।